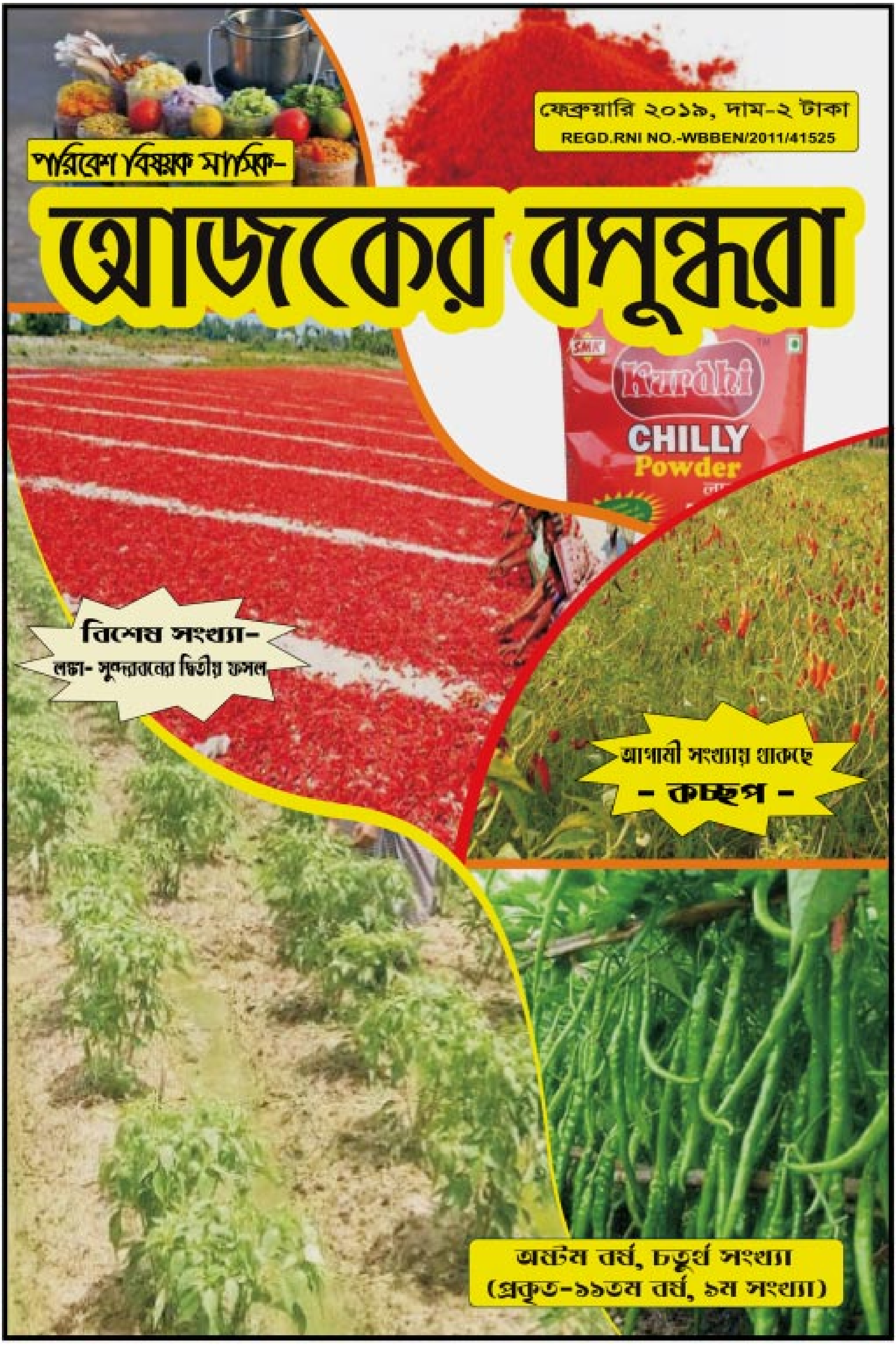
পরিবেশ বিষয়ক মাসিক-
আজকের বসুন্ধরা
ফেব্রুয়ারি ২০১৯, দাম-২ টাকা
REGD.RNI NO.-WBBEN/2011/41525
Kurdhi
CHILLY
Powder
বিশেষ সংখ্যা-
লঙ্কা- সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল
আগামী সংখ্যায় থাকছে
- কচ্ছপ -
অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
(প্রকৃত-১১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা - লঙ্কা : সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল ★ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ★ লঙ্কাই ছিল সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল ৩

★ গ্রামবিকাশে কৃষক সম্মেলন - নিমাই ভাণ্ডারী ৪

★ গ্রামবিকাশে আধ্যাত্মিক সভা ৪

পরিবেশ ঃ

★ শহরে জল সংকট ৫

বিজ্ঞানের খবর-২৭ ঃ

★ ডিজেলের বদলে মিথানল ★ ওজোন স্তরের নতুন বিপদ ★ টোটো সৌরশক্তিতে ★ একবার চার্জে চলবে ১৫০ মাইল ৬

অলৌকিক-২৪ ঃ

★ যে গ্রামে নারী-পুরুষের ভাষা আলাদা ★ ১১০ ফুট কুয়ো থেকে উদ্ধার শিশুকন্যা ৬

এখনও মেয়েরা-২৮ ঃ

★ পণের দাবিতে শ্বাসরোধ করে বধূ হত্যা ★ পণের দাবিতে বধূ হত্যা★ পণ না পেয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ★ দুই কন্যা জন্মানোয় বধূ হত্যা ৭

বাংলাদেশ-২৩ ঃ

★ সবচেয়ে দূষিত নগরীর তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় ৭

শিক্ষা-১২ ঃ

★ পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ৭ ভাষা ★ এক ছাত্রীর জন্য রেলস্টেশন ৮

নীতিবিজ্ঞান - ২৫ ঃ

★ অঙ্গদানে রোষ ★ শিক্ষকদের অনশন, হোমযজ্ঞ ৮

প্রশ্ন উত্তর - ৩০ ঃ ৮

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৭ ঃ

★ দাদের ওষুধ উধাও ★ সেলাই নয়, কাটা জোড়া যাবে আঠায় ★ ২০৩০ এর মধ্যে এইডস্ নির্মূল হবে ভারতে ★ একের মাথা অন্যের শরীরে ৯

ডেনমার্ক - ২৭ ঃ ★ ডেনমার্ককে জানুন ৯

উদ্ভিদ ও চাষবাস ঃ

★ গড়িয়া (৪৩) - ড. সুভাষ মিস্ত্রী ★ নতুন তিন মাছ★ সমুদ্র শৈবাল ১০

পকেটমার থেকে বাঁচতে - ৩৬ ঃ

★ মাইনে দিয়ে চোর রাখা হতো, ধরা পড়লো চোরের মালিক ★ তান্ত্রিকের খপ্পরে পড়ে গবেষিকা ১০ লক্ষ টাকা খোয়ালেন ১০

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৮ ঃ

★ ইঁদুর কাণ্ড ১১

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪০ ঃ

★ রান্নাঘরের টিপস ১১

সুস্থ থাকার টিপস্ - ৮৮ ঃ

★ ভারসাম্য বজায় রাখুন ১১

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ খবর ঃ আগস্ট ২০১৮ ১২

সুন্দরবনের বাঘ ঃ আগস্ট ২০১৮ ১৩

সাপের কেটে মৃত্যু ঃ আগস্ট ২০১৮ ১৩

সাহিত্য সংস্কৃতি-২১ ঃ

★ 'উদগম' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান ★ সোনাখালি হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী ১৪

★ কবিতা ঃ আমরা দুই বান্ধবী - অলংকিতা মাইতি ১৪

ছোট গল্প ঃ পরির জন্য ডাক্তার - কবিতা চৌধুরী ১৪

আইনি অধিকার - ২৮ ঃ

★ ৮ রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যালঘুর স্বীকৃতি দাবি ★ ব্যাথার ওষুধ রাখায় জেল হতে পারে মিশরে ★ বুরকিনি পরায় জরিমানা ★ ম্যাট্রিমোনিয়াল সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ১৫

জীবিকা - ৮ ঃ ★ চা বিক্রি করে কোটিপতি নারী ১৫

টুকরো খবর ★ সুখের সামনে ১৫

লঙ্কা সম্পর্কিত ঃ

সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল লঙ্কা চাষে সরকারি উদ্যোগ নেই - দীপিকা বিশ্বাস ৩

জাতীয় লঙ্কা দিবস বা ন্যাশনাল চিলি ডে - সাহানওয়াজ সরদার ৪

লঙ্কা গ্রেনেড - জর্জ মল্লিক ৬

লঙ্কা চাষ করুন - ৭

১৯ ফুটের লঙ্কা গাছ ৯

শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো হোক মহিলাদের আত্মরক্ষায় প্রধান অস্ত্র- দেবযানী বৈরাগী ★ লঙ্কা খাওয়ার প্রতিযোগিতা ১০

লঙ্কার উৎপাদন ১৫

সম্পাদকের কথা

অষ্টম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (প্রকৃত ১১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

ডাক্তারদের খারাপ হাতের লেখার জন্য মারা যায় ৭ হাজার মানুষ

★ সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে পড়লাম - একটা হত্যা মামলায় হাসপাতালের রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। হাসপাতালের পাঠানো ডাক্তারি রিপোর্টে, চিকিৎসকের নাম নেই, তার পদের বিবরণ নেই, হাসপাতালের মোহরও নেই। এছাড়া ডাক্তারের হাতের লেখা কোনও ভাবে উদ্ধার করা যায়নি। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন - ঐ রিপোর্ট সব টাইপ করে জমা দিতে হবে। নতুবা ঐ ডাক্তারকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

বছর খানেক আগে সংবাদ মাধমে পড়েছিলাম, কিছু ডাক্তারের হাতের লেখা খারাপের জন্য প্রতি বছর সারা বিশ্বে সাত হাজারেরও বেশি রোগীর মৃত্যু হয়। আমেরিকায় ইন্সটিটিউট অব মেডিসিনের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপশন পড়তে অসুবিধা হওয়ার জন্য ক্লিনিকের কর্মচারীরা অনেক সময় ভুল ওষুধ দিয়ে দেয় এবং সেই ওষুধ খেয়ে রোগী মারা যায়। রিপোর্টে এও বলা হয়েছিল শুধুমাত্র আমেরিকায় এই ডাক্তারদের খারাপ হাতের লেখার জন্য প্রতি বছর ১৫ লক্ষ মানুষের অসুখ বেড়ে যায়। ফলে আমেরিকায় হাতে লেখা বন্ধ করে টাইপ করা প্রেসক্রিপশন চালু হয়েছে। **এরপর ৪ পাতায়**

‘স্বপ্নপূরণই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই বলে, স্বপ্নকে ত্যাগ করে নয়, তাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। স্বপ্ন ছাড়া জীবন অর্থহীন’।—ব্রায়ান ডাইসন

সম্পাদকীয়

লঙ্কাই ছিল সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল

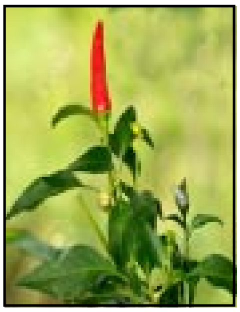

★ আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখনও চাষাবাদ শুরুই হল না। কি করছেন স্থানীয় কৃষি মৎস্য দপ্তরগুলো? এতদিন ধরে কি করেছেন সুন্দরবনের কৃষি আধিকারিকগণ? কি করছেন কৃষি মৎস্য বিভাগের কর্মীগণ? পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা ফেল করলে, দায়ভার শিক্ষকের উপর বর্তায়। সুন্দরবনের চাষি মৎস্যজীবীরা অনাহারে অর্ধঅহারে। চাষাবাদ এখনও মান্ধাতা আমলের – দায়ভার কৃষি মৎস্য আধিকারিকদের উপর বর্তাবে না কেন?

আমি সুন্দরবনের তৃতীয় প্রজন্ম। বাল্যে দেখেছি মানুষের সীমাহীন দারিদ্র। একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে হাতে গোনা ৫/৬ ঘর ধনী। এই ধনীদের জমি আছে কিন্তু তুলনায় হাতে টাকা নেই। আর কয়েক ঘর সারা বছরের খাদ্য সংস্থানে কোনওক্রমে সক্ষম। বাকি সকলকেই বছরের কয়েক মাস অনাহার-অর্ধাহারে কাটাতে হত। দেখলাম, সত্তর দশকের শুরুর দিকে বাসন্তীতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ শুরু হল। শুরু হল বিষ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ। এই সময় দেশেও ছিল খাদ্যে চরম ঘাটতি। আশির দশকের শুরু নাগাদ সুন্দরবনের বাসন্তীতে প্রথম জমিতে হাল চষা ট্রাক্টর চলে। শুরুতে মানুষ এই যন্ত্রচালিত হালকে ভালভাবে নেয়নি। মানুষের ধারণা ছিল যন্ত্রে হাল চষলে জমির ক্ষতি হবে। আর এখন মাঠে গরুর হাল আর নেই। পুরোপুরি যন্ত্র নির্ভর। ঐ সময়ে এই এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘এসইডিপি’ চাষে বিজ্ঞানের ব্যবহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ৭০ দশকের শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনে সামান্য কিছু বোরো ধান চাষ ছাড়া বাকি সব জমি ছিল এক ফসলী। আশির দশকের শুরুতে ট্রাক্টর আসার সঙ্গে শুরু হল লঙ্কা চাষ। বোরো ধানের তুলনায় সার ওষুধ জল কম লাগে। খরচ কম। এই লঙ্কা চাষের মাধ্যমেই এই এলাকায় হল দ্বিতীয় চাষের সূচনা। ব্যাপক এলাকায় চালু হল লঙ্কা চাষ। বিক্রিরও সমস্যা নেই। পাইকারি দালালরা ঢুকে পড়ল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায়। এই প্রথম এলাকার মানুষ হাতে পয়সা পেল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ধীরে ধীরে লঙ্কা চাষে ভাটা পড়ল।

সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল লঙ্কা চাষে সরকারি উদ্যোগ নেই

★ **দীপিকা বিশ্বাস ঃ** ঝাল লঙ্কা কম-বেশি অধিকাংশের পছন্দের হলেও মহিলারা নাকি বেশি পছন্দ করেন। কবিগুরু বলেছেন, ‘খেঁদুবাবুর এঁদোপুকুরে মাছ উঠেছে ভেসে, / পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।’ প্রবাদ আছে, ‘শাকের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, ডালের সঙ্গে ঘি / মাংসের সঙ্গে আদা আর মেয়ের সঙ্গে ঝি।’ মানব সভ্যতার কোনও এক সময়ে (মায়া সভ্যতায়) নাকি লঙ্কা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

‘লঙ্কা’ বললে রাবণপুরীর কথা স্মরণে আসে। লঙ্কাদ্বীপ থেকে প্রথম আমদানি ধারণায় বাংলায় নাম ‘লঙ্কা’। যদিও এই ধারণা ঠিক নয়। রেড ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত ‘পিমি এন্টা’ স্প্যানিশ শব্দ, অর্থ ‘কালো লঙ্কা’। যদিও লঙ্কা বা চিলি প্রজাতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লঙ্কা মূলত দক্ষিণ আমেরিকা তথা মেক্সিকোর ফসল। রেড ইন্ডিয়ানদের ঝাল লঙ্কা ভক্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কলম্বাস ১৪৯৩-এ স্পেনে আনেন। ১৫৪৮-এর মধ্যে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আদি নিবাস চীন, ব্রাজিল, মিশর, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে অনেকের ধারণা। ১৪৯৮-এ ভাস্কো ডা-গামা লঙ্কা ভারতে আনেন (বা ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরাই ভারতে লঙ্কার বাহক)। ১৫৬০-এর মধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারত-চীনের মূল সবজি। অনেকরকমের থাকলেও চার রকমের রয়েছে পৃথিবীজুড়ে। যেমন ক্যাপসিকাম এনাম, ক্যাং ফ্রুটসেনস, কাঁচা লঙ্কা (Chillie)। ক্যাপসিকাম (পাহাড়ি লঙ্কা) ফাঁপা, মোটা, অল্প ঝাল, একে জাফরি লঙ্কাও বলে। লাল মরিচ, গাছ মরিচ, রাঙা লম্বা মরিচ, চিলে, চিল্লি, অজী, পপরিকা – ক্ষুদ্রাকৃতি ধানি, সূর্যমণি – ধানি অপেক্ষা বড় – খুব ঝাল, আকাশপানে—আকাশি, টোপা কুলের মতো—টোপা, মোটা আঙুলের মতো বেঁটে—কড়ভাঙা, কালচে সবুজ—কালী ইত্যাদি বহু রকমের। হিন্দিতে মির্চ, মর্চা (গুজরাট), মেনস্‌গিনা কাইরি (কান্নাড়ী), মার্তস ওয়াঙ্গাম (কাশ্মিরী), মুলাকু (মালয়ালাম), মিলাগাই (তামিল), মিরাপকাইয়ি (তেলেগু)। পৃথিবীতে ১০০ রকম লঙ্কা আছে। ভারতীয়রা দিনে ৫ গ্রাম লঙ্কা খায়। তাইল্যাণ্ডে খায় ১০ গ্রাম। অন্ধ্রের গন্টুরকে লঙ্কার বিশ্ব রাজধানী বলা হয়।

১৯৩৭-এ নোবেলজয়ী হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী A. Szent-Gyor কাঁচা লঙ্কায় ভিটামিন ‘সি’-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন ও বলেন প্রতিদিন একটা করে সবুজ কাঁচা লঙ্কা ডাক্তার আসার পথে লালবাতি জ্বালাবে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের এর তথ্য ১০০ গ্রাম লঙ্কায় আছে—প্রোটিন ০.২ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬ গ্রাম, শর্করা ৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৮০ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.২ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লাভিন ১.১৮ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.৫ মিগ্রা, ভিটামিন ‘এ’ ২৯২ ইউনিট, ‘সি’ ১১১ মিলিগ্রাম, ক্যালরি ৪১।

ক্যাপসাইসিন ও সোলামাইন রাসায়নিক ঝালের মূলে। এরা লালা ঝরায়, লালার অ্যামাইলেজ শর্করা হজম করায়। বিহারীরা ছাতুর সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা খায়। এই রাসায়নিকের হেরফেরে ঝাল কম-বেশি হয়। ভারতের সবচেয়ে বেশি ঝাল লঙ্কার চাষ হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘তেজপুরি লঙ্কা’ই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঝাল। আসামের তেজপুর এর উৎস। অনেকের মতে এই সর্বাধিক ঝাল লঙ্কা

এরপর ৫ পাতায়

গ্রামবিকাশে কৃষক সম্মেলন

★ **নিমাই ভাণ্ডারি ঃ** এই সম্মেলন রুজি রোজগারের অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের, নূতন নূতন প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের কার্যকে আরো মজবুত করার লক্ষে। সরকারি আধিকারিকদ্বয়কে অভিভূত করেছেন জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশে কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা প্রজেক্টের ২০০ কৃষক। গত ২৩ জানুয়ারি জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের বার্ষিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলায় ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্থানীয় ৪টি পঞ্চায়েতের নফরগঞ্জ, জ্যোতিষপুর, মসজিদবাটি ও গোসাবার ছোটমোল্লাখালির ২০০ কৃষক যারা কৃষি (ধান, মাছ, সব্জী, ফল চাষ একত্রে করেন) মণ্ডল প্রাণী পালন করে আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর সরকারি কৃষি খামারের প্রধান ড. সুদীপ্ত ত্রিপাঠী ও সুন্দরবন ডেভলমেন্ট বোর্ড এর প্রধান ড. আব্দুল গনি, সমিতির পক্ষে ছিলেন সভাপতি প্রভুদান হালদার, ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়। কৃষকগণ কে কি চাষ করেছেন এবং সারাবছরের লাভ-লোকশানের খতিয়ান তুলে ধরেন। চাষীদের বিভিন্ন সমস্যার কি কি সমাধান হতে পারে তা নিয়ে ড. ত্রিপাঠী আলোচনা করেন এবং সাট্রিফায়েড বীজ কিভাবে নিজে তৈরি করবেন তা বিশদ ব্যাখ্যা করেন ও জেজিভিকে-কে (জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র) সঙ্গে নিয়ে এই কাজটি করার প্রতিশ্রুতি দেন। চাষীদের আরো অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বারুইপুরের সরকারি ফার্মে পরিদর্শনের পরামর্শ দেন।

প্রভুদানবাবু বলেন, এই ধরনের সম্মেলন এলাকায় প্রথম যা আগামীদিনের পথপ্রদর্শক হতে পারে। সাট্রিফায়েড ধান বীজ যদি চাষী নিজে তৈরি করেন তাহলে এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে। এরপর সফল কৃষকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। কৃষিতে – ১) মদন মণ্ডল (মসজিদবাটি), ২) মাধাই মণ্ডল (জ্যোতিষপুর), ৩) অশোক মণ্ডল (১নং রনীগড়)। মৎস্যচাষে – ১) হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (হিরন্ময়পুর) ২) পবন সামন্ত (মসজিদবাটি) ৩) রামচন্দ্র বর (১নং রানীগড়)। প্রাণীপালন – ১) অমল মণ্ডল (ছোটমোল্লাখালী) ২) রাম ভারতী (জয়গোপালপুর) ৩) নিমাই মণ্ডল (হিরন্ময়পুর)। প্রথম স্থানাধিকারীকে ১৫০০ টাকা, দ্বিতীয় - ১০০০ টাকা, তৃতীয়কে ৫০০ টাকা নগদ মূল্য হিসাবে দেওয়া হয়। সম্পাদক মহাশয় উক্ত টাকায় রেডিও কেনার প্রস্তাব দেন।

ডাক্তারদের খারাপ হাতের লেখার

দুয়ের পাতার পর

তখন বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে অবাক হয়েছি। সত্যিই অনেক ডাক্তারবাবুর হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যায় না। ওষুধের দোকানে বোঝা যায় ফার্মাসিস্ট হাতে লেখা পড়তে পারছেন না। কিন্তু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছেন। এখন নিশ্চিত যে অনুমান ভিত্তিক দিয়েছেন। আমেরিকায় বছরে ১৫ লক্ষ মানুষ যদি ভুল ওষুধের শিকার হয়। তাহলে ভারতে এই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই হবে কয়েক কোটি। সুতরাং স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন এখনই ডাক্তারবাবুদের হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন নিষিদ্ধ করে টাইপ করা প্রেসক্রিপশন চালু করা হোক।

গ্রামবিকাশে আধ্যাত্মিক সভা

★ গত ৫ জানুয়ারি বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র মানব আধ্যাত্মিক উন্নয়ন উপলক্ষে এক ভিন্নধর্মী সেমিনারের ব্যবস্থা করে। এখানে প্রধান বক্তা ছিলেন অরবিন্দ জাত্তি (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বি ডি জাত্তির পুত্র) সভাপতি, বাসব সমিতি, জনার্দন পাটিল, মুখপাত্র, বাসব সমিতি, স্বামী নিত্তবোধানন্দ মহারাজ, সম্পাদক সারদা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দিঘা, বিশ্বজিৎ মহাকুড়, সম্পাদক জেজিভিকে। সভা পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক তথা শিক্ষক সাংবাদিক প্রভুদান হালদার।

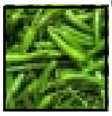

জাতীয় লঙ্কা দিবস বা ন্যাশনাল চিলি ডে

★ **সাহানওয়াজ সরদার ঃ** রান্নায় লঙ্কা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মেক্সিকোয় রান্নায় লঙ্কা অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনেও লঙ্কার ডিস অতি জনপ্রিয়। দেশজ আমেরিকানগণ 'লঙ্কা' সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। কেন ২৮ ফেব্রুয়ারি '১৯ জাতীয় লঙ্কা দিবস - সঠিক জানা যায়নি। কেন ২৮ ফেব্রুয়ারি লঙ্কা দিবস হল তাও অজ্ঞাত। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির চতুর্থ বৃহস্পতিবার বিশ্বে লঙ্কা দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে পালিত হয়। লঙ্কা সমন্বিত বিভিন্ন রেসিপি তৈরি ও ভোজনের মাধ্যমে। বিশেষ করে মসলাসহ ভাপে সেদ্ধ মাংস ও টমেটো রান্না বহু দেশে প্রচলন আছে। আমেরিকায় লঙ্কাসহ বিভিন্ন পদ প্রস্তুতের মাধ্যমে ধুমধাম করে লঙ্কা দিবস পালিত হয়। বিশ্বে যেভাবেই লঙ্কা দিবস পালিত হোক না কেন, যারা লঙ্কা দিবস পালন করেন, ওই দিন তাদের মুখে থাকে এক অনাবিল উষ্ণ হাসির ছোঁয়া ও উদরে থাকে এক আনন্দময় গরম অনুভূতি। আমি পাতে কাঁচা লঙ্কা ছাড়া ভাত বা মুড়ি খেতে পারি না। আমি লঙ্কায় ভয়ঙ্কর আসক্ত। আবার অনেকে লঙ্কাহীন খাবারে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার মতে তরকারিতে স্বাদ আনতে গেলে লঙ্কা অবশ্যই দিতে হবে। লঙ্কা ছাড়া তরকারী তো রোগীদের খাদ্য। তবে লঙ্কায় অধিক আসক্ত হওয়া ঠিক নয়। দেখেছি - যতই ঝাল লাগছে ততই লঙ্কা খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হচ্ছে। অনেকে আ হু আ হু করেও লঙ্কা খেয়েই চলেছে। যারা লঙ্কা মোটেই খান না - আসুন অন্তত জাতীয় লঙ্কা দিবসে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির চতুর্থ বৃহস্পতিবার কিছু রান্নায় লঙ্কার পদ তৈরি করে, লঙ্কার ঝালের স্বাদ উপভোগ করি। আ হু করি।

এই দিনটা লঙ্কা খাওয়ার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কেবল পরিবারের মধ্যে নয়, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলে একত্রে লঙ্কা দিবস পালন করা হোক। বিদেশে রেস্টুরেন্ট হোটেলগুলোয় এই দিন লঙ্কাসহ রান্নার বিশেষ বিশেষ পদ থাকে। অনেক জায়গায় বিনা পয়সায় এইসব লঙ্কার পদ পরিবেশন করা হয়। বিদেশে অনেক পরিবারে 'চিলি থিমড্ পার্টি' দেওয়া হয়।

পরিবেশ

শহরে জল সংকট

★ শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খরা এবং জলবায়ু বদলের কারণ এই সংকট বলে জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। ভূপৃষ্ঠের ৭০ ভাগ জল। এর মধ্যে পানের উপযোগী মাত্র ৩ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের পানীয় জলের অভাব রয়েছে। আরো ২৭০ কোটি মানুষ বছরে অন্তত এক মাস জলের সঙ্কটে পড়ে। ২০১৪ সালে পৃথিবীর ৫০০টি বড় শহরের ওপর করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এগুলির প্রতি চারটির মধ্যে একটি শহরে পর্যাপ্ত জলের সমস্যা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের এই সমস্যায় বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে পানীয় জলের সরবরাহ চাহিদার চেয়ে ৪০ শতাংশ কম হবে। কেপটাউনের এই পরিণতি বিশ্বের অনেক শহরের জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁরা ৮টি শহরের নাম করেছে যেখানে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে। এগুলি হল ব্রাজিলের সাওপাওলো, চিনের বেজিং, মিশরের কায়রো, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, রাশিয়ার মস্কো, তুরস্কের ইস্তানবুল, যুক্তরাষ্ট্রের লন্ডন এবং বাঙ্গালোর।

ব্যাঙ্গালোর তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার সাথে সাথে দ্রুত নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবিকার খাতিরে মানুষ এখানে আসছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পেয় জল ও পায়োনিষ্কাশনের কাজে তাল মেলাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি জল সরবরাহ ব্যবস্থা এতই পুরোনো হয়ে পড়েছে যে সরবরাহের অর্ধেক জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শহরের জলাধারগুলি এতটাই দূষিত হয়ে পড়েছে যে এর জল কৃষিকাজে ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের অযোগ্য। **(পরিষেবা)**

সুন্দরবনের দ্বিতীয় ফসল লঙ্কা চাষে সরকারি উদ্যোগ নেই

তিনের পাতার পর

নাগাল্যান্ডের ‘নাগা জোলোকা’ পর্তুগিজদের অবদান নয়, দেশজ সম্পদ। এতে আছে ৮,৫৫,০০০ স্কোভিল একক ক্যাপসাইসিন। ঝালে দ্বিতীয় মেক্সিকোর ‘রেড’ স্যাভিনা হাবানেরো’ প্রজাতির লঙ্কা। পরিমাণ ৫,৫৭,০০০ স্কোভিল একক। জার্মান বিজ্ঞানী উইলবার স্কোভিলের নামানুসারে এই একক।

৪০টি দেশে ৫০ হাজার রান্নার রেসিপি নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, শতকরা ৮০ ভাগ রান্নাতেই কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এর অ্যান্টিবায়োটিক গুণের সঙ্গে অন্য শাক সব্জির পাশাপাশি চাষ করলে প্রাকৃতিক কীটনাশকেরও কাজ করে। এর ‘ক্যাপসাইসিন’ পোকামাকড় তথা ‘ফিউসেরিয়াম’ ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিহত করে।

আমিষ বা নিরামিষ দুই খাদ্যেই অপরিহার্য। পান্তা ভাতে কাঁচা লঙ্কার আমেজই আলাদা। তবে মুড়ি-চপের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাও বাঙালির দারুণ প্রিয়। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে লঙ্কা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বদহজমে ‘কারমিনেটিভের’ কাজ করে। এর থেকে তৈরি ওষুধ পিঠে ব্যথা (লাম্বাগো), নিউরালজিয়া ও রিউম্যাটিক ব্যথায় কাজ দেয়। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী গ্যাসট্রিক বা পেপটিক আলসার সারাতে পারে কাঁচা লঙ্কা। আগের ধারণা মতো এর ক্যাপসাইসিন অন্ত্রের ক্ষতকে অ্যাগ্রেভেট তো করেই না, বরং ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেয়। ধুলো-ধোঁয়ায় দূষিত পরিবেশের প্রভাবে ফুসফুস যাতে আহত না হয় তার জন্য ক্যাপসাইসিন লড়াই চালায়। লঙ্কার থার্মোরেগুলেটর গুণের জন্য শরীর ভালো থাকে। সম্প্রতি মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ‘জেনদারম্’ প্রমাণ করেছে শুকনো লাল লঙ্কার অন্তঃশাঁস ‘ক্যাপসাইসিন’ মাইগ্রেন ব্যথার উপশম করে। নার্ভের পেপটাইডগুলি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আয়ুর্বেদ মতে লঙ্কা রুচিকর, ক্ষুধাবর্ধক, হজম সহায়ক, রক্ত সঞ্চালক, তেজোবর্ধক, তালুগত রোগে বা আলজিভ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় কোলাইটিস বা গ্রহণী রোগে, অগ্নিমান্দ্য দূর করতে, গেঁটে বাতে, কলেরায়, অবিরাম জ্বরে। পিত্তরসের ওপর এর প্রভা থাকায় বেশি মশলা হিসাবে লঙ্কার ঝাল ও শুকনো পোড়া লঙ্কা ক্ষতিকারক। উদরে প্রদাহ হয়। পৌষ্টিক নালীর ক্ষতকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। ভারতে ৭ লক্ষ হেক্টরেরও অধিক জমিতে লঙ্কা চাষ হচ্ছে। ৭০ দশকের শুরুতে গ্রামে মানুষের ছিল চরম খাদ্যাভাব। তখন শুরু হল হাইব্রিড বোরো ধান চাষ। ৮০ দশকের শুরু থেকে সুন্দরবনে শুরু হল লঙ্কা চাষ। ধীরে ধীরে ব্যাপকতা ও এই এলাকার দ্বিতীয় ফসলের স্বীকৃতি লাভেই হ্রাস পায় খাদ্যাভাব। অর্থনীতিতে আসে পরিবর্তন।

এখন হাইব্রিড লঙ্কাও চাষ হচ্ছে। গাছে পাকা লঙ্কার বীজ বা ভাল বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভাদ্রে বপন করে আশ্বিন-কার্তিকে প্রজাতি ভেদে পরিমাণমতো ফাঁক রেখে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে। সার লাগে সামান্য। টিয়া এর শত্রু। বুনন পদ্ধতিতেও চাষ করা যায়। চাপান সার কাঠায় ১০ ১০ ঝুড়ি গোবর, ৫ কেজি খোল, ২ কেজি ইউরিয়া। পৌষের মাঝামাঝি ফসল উঠতে থাকে। এছাড়া দেশের সর্বত্র প্রায় সারা বছর ফলে। চাষ করা যায় ক্ষেত, বাগান বা টবে। প্রচুর রোদ দরকার। ৩-৪ রকমের পোকা লাগে। তামাকপাতা ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে ৫০-৬০ গ্রাম বার সাবান মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

লঙ্কাগুঁড়ো চোখে ছড়িয়ে যেমন সর্বস্ব লুটের খবর পাওয়া যায়, তেমনি ডাকাত দুষ্কৃতি থেকে লঙ্কাগুঁড়ো দ্বারা উদ্ধার পেতেও শোনা গেছে ইউরোপ আমেরিকায় নাকি এরকম লঙ্কাগুঁড়ো ভর্তি টিউব পিস্তলের মতো ব্যবহার করা যায় এতে শত্রু জব্দ হয় কিন্তু মরে না। তামিলনাড়ুর ‘সনম’ লঙ্কার বিদেশে চাহিদা আছে। লঙ্কা চাষে জল লাগে কম। বোরো ধান চাষে ভূনিম্নস্থ জলতল দ্রুত কমছে। সুতরাং এখনই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই বোরো ধান চাষ বন্ধ করে লঙ্কা চাষ বৃদ্ধি করলে চাষীদের আর আত্মহত্যা করতে হবে না। সুন্দরবন এলাকার লঙ্কাচাষীদের সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কোন ব্যবস্থা নেই। রাজ্য সরকার পরিবহন, বিপনন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে এলাকার অর্থনীতিতে অবশ্যই জোয়ার আসবে, উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত হবে।

বিজ্ঞানের খবর-২৭

ডিজেলের বদলে মিথানল

★ জৈব জ্বালানি মিথানল ২২ টাকা লিটার। শুধু সড়ক পথের যান নয়, জাহাজেও মিথানল ব্যবহারে উদ্যোগী কেন্দ্র। সম্প্রতি ডিজেলের বদলে মিথানল ব্যবহার শুরু করেছে সুইডেন। এ ব্যাপারে জাহাজের ইঞ্জিন নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। (১৫.১০.১৭)

ওজোন স্তরের নতুন বিপদ

★ বছর ৩০ আগে মন্ট্রিওল প্রোটোকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ওজোন স্তর কিভাবে রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু বর্তমানের একটি গবেষণা জানাচ্ছে মন্ট্রিওল চুক্তিতে যে বস্তুটিকে ততটা ক্ষতিকর নয় ভেবে তখন বিপজ্জনক রাসায়নিকের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই এখন বিভীষিকা তৈরি করতে উদ্যত। যার অন্যতম ডাইক্লোরোমিথেন। যেটি রং, কৃষিক্ষেত্র এবং ওষুধ প্রস্তুতে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যাটমোস্ফিয়ারিক কেমিস্টি অ্যান্ড ফিজিক্স এর সমীক্ষা বলছে এইরকম বেশ কিছু ক্ষণস্থায়ী রাসায়নিক বস্তুই চলে যাচ্ছে প্রায় ওজোনস্তর পর্যন্ত এবং বড়সড় ক্ষতি করে দিচ্ছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ডাইক্লোরোমিথেনের পরিমান অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু গত দশকে আবার এই রাসায়নিকটি বেড়েছে। চিন এই ডাইক্লোরোমিথেনের বৃদ্ধির জন্য মূলত দায়ী। কারণ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ডাইক্লোরো মিথেন চিন থেকে এবং অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে নির্গত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে আরেকটি রাসায়নিক ডাইক্লোরোইথেন যা পিভিসি শিল্পে নির্গত হয়ে থাকে। চিন যার বড় প্রস্তুতকর্তা। ক্রান্তীয় অঞ্চলের আকাশে এটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিমি উচ্চতাতেও পাওয়া গেছে। এভাবে চলতে থাকলে রাসায়নিকগুলি ওজোনস্তরের এমন ক্ষতি করবে যে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে বিনা বাধায় পৌঁছবে যা মানুষ ও অন্যান্য জীবজগতের জন্য দারুনভাবে ক্ষতিকর। (১৭.১০.১৭)

টোটো সৌরশক্তিতে

★ দূষণ রুখতে টোটো গাড়ির ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রকে জমা দিল অর্ক রিনিউয়েবল এনার্জি কলেজ। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এক আলোচনা সভায় একথা বললেন সৌর বিজ্ঞানী ড. শান্তিপদ গণচৌধুরী। এই বিষয়ে সহায়তা করছে খড়্গপুর আইআইটি। ওই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে চালু হয়ে গেছে সোলার রিফিলিং স্টেশন। টোটো চালকরা ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছেন। সময় লাগছে ১৫ মিনিট। ইউনিট প্রতি খরচ ২ টাকা। একবার চার্জ দিলে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি চলবে। ৫০০ গাড়ি ব্যাটারিতে চার্জ দিতে পারবে। এই কেন্দ্র তৈরি করতে ৫ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে। (৩১.১০.১৭)

একবার চার্জে চলবে ১৫০ মাইল

★ জাপানের নিসান কোম্পানির নতুন মডেলের বৈদ্যুতিক গাড়িটি দীর্ঘপথ চলতে সক্ষম। একবার চার্জ দিলেই একসঙ্গে পাড়ি দিতে পারবে প্রায় দেড়শো মাইল পথ। মানে ২৪০ কিলোমিটার। এই গাড়ির নাম দ্য নিউলিফ। এই নতুন গাড়ি ৪০ মাইল বেশি চলবে। লিফ একবারের চার্জে চলত ১০০ মাইল। আগামী মাস থেকে জাপানে গাড়িটি বাজারজাত করা হবে। দাম ২২,২২০ পাউন্ড। (১২.৯.১৭)

অলৌকিক-২৪

যে গ্রামে নারী-পুরুষের ভাষা আলাদা

★ সেখানে মহিলা ও পুরুষদের ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে হয়। এ বিষয়টাকে তারা 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' হিসেবেই দেখেন। গাছকে ছেলেরা বলবে কিটচি, আর মেয়েরা ওকওয়েঙ। জলকে ছেলেরা বলবে বামুই, আর মেয়েরা বলবে আমু। ছাগলকে ছেলেরা বলবে ইবুই, আর মেয়েরা বলবে ওবি। তবে ভাষাবিদদের কাছে এটা পরিষ্কার নয় যে, তাদের ভাষায় কোন অংশটি মহিলা-পুরুষের জন্যে আলাদা করা হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ চি চি উন্দি বলেন, মহিলা-পুরুষের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অভিধান তারা ব্যবহার করছে। তবে এমন অনেক শব্দই আছে যেগুলো সবাই একই ভাবে ব্যবহার করে। অন্যগুলোর ব্যবহার নির্ভর করে লিঙ্গের ওপর। একই জিনিস বোঝায় এমন শব্দ দুটো পুরোপুরি ভিন্ন। উচ্চারণেও পার্থক্য আছে। সন্তানরা ছোটবেলায় মায়ের কাছেই থাকে। ফলে মেয়েদের ব্যবহৃত শব্দগুলোই তারাও ব্যবহার করে। কিন্তু বয়স ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরই ছেলেরা ছেলেদের ভাষা শেখে। কোনো শিশু ছেলেদের ভাষা শিখছে মানেই তারা পরিপক্ক হয়ে উঠছে। উবাং গোত্রের মানুষেরা তাদের ভাষা নিয়ে রীতিমতো গর্ব বোধ করে। গোত্রপ্রধান বলেন, ঈশ্বর অ্যাডাম ও ইভ তৈরি করেছিলেন উবাং গোত্রের মানুষ হিসেবে। প্রত্যেক গোত্রের জন্যে আলাদা ভাষা তৈরি করেছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু উবাংদের জন্যে দুটো ভাষা দিয়েছিলেন। একমাত্র উবাংরাই দুটো ভিন্ন ভাষার সুবিধা ভোগ করে। এ কারণে আমরা পৃথিবীর যেকোনো জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা। (২৬.৮.১৮)

১১০ ফুট কুয়ো থেকে উদ্ধার শিশুকন্যা

★ খেলতে খেলতে ১১০ ফুট সরু অথচ গভীর জলের কুয়োয় পড়ে গেল ৩ বছরের ছোট্ট মেয়ে। সান্নো। মুঙ্গেরের মুরগিয়াচক এলাকায় দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল সে। বিকেলে খেলা করছিল বাড়ির পেছনের উঠোনে। সে-সময় পা হড়কে পড়ে যায়। ২৪ ঘন্টারও বেশি রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কুয়োয় শিশুকন্যার পড়ে যাওয়ার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। শিশুটির স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে একদল চিকিৎসককেও ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা কুয়োর ভেতর অক্সিজেনের পাইপ ও সিলিন্ডার প্রবেশ করান, যাতে বিশুদ্ধ বাতাসে শিশুটি শ্বাস নিতে পারে। সান্নো কুয়োর ভেতর ৪৫ ফুট পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে সেখানেই আটকে ছিল। সে যাতে পা পিছলে আরও নিচে পড়ে না যায়, সেজন্য বড় বড় রড কুয়োর ভেতর নামানো হয়েছিল। তাকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত খাবারের জোগানও দিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা সমান্তরালভাবে মাটি খুঁড়ে কুয়োর ভেতর প্রবেশের রাস্তা তৈরি করেন। (২.৮.১৮)

লঙ্কা গ্রেনেড

★ **জর্জ মল্লিক ঃ** কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও তৈরি করেছে লঙ্কা গ্রেনেড। খাঁটি লঙ্কা গুড়ো দিয়ে তৈরি। নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রেনেড। ফাটলেই দুচোখে অন্ধকার নেমে আসবে। দারুণ জ্বালা যন্ত্রণা হবে। জঙ্গি মোকাবিলায় উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হবে সন্দেহ নেই। ব্যবহার হবে দুনিয়ার সবচেয়ে ঝাল লঙ্কা আসামের ভূত জোলাকিয়া।

এখনও মেয়েরা-২৮

পণের দাবিতে শ্বাসরোধ বধূ হত্যা

★ পণের টাকা না পাওয়ার জন্য বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উলুবেড়িয়া থানা এলাকার উত্তর গঙ্গারামপুরে। দীপঙ্কর সিংহ (২৫) পেশায় গাড়িচালক হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বাসিন্দা শম্পা সিংয়ের (২১) দুজনে প্রেম সূত্রেই বিবাহ হয়। তাদের বছর খানেকের পুত্র সন্তানও রয়েছে। এরপরে বাপের বাড়ি থেকে পণের বাবদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে আসার দাবিতে স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে দীপঙ্কর।

বসিরহাটের তাঁতিপাড়ার বধূ সোমা মণ্ডল (১৯)কে পুড়িয়ে মারল স্বামী সমীর মণ্ডল। বিয়ের সময় পণ দিয়েছিল সোমার বাবা। পুনরায় সমীর পণের জন্য চাপ দেয়। **(৪.১০.১৭)**

পণের দাবিতে বধূ হত্যা

★ পণের দাবিতেই পিটিয়ে মেরে শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল গৃহবধূ ইয়াসমিন বিবি (২৫)কে। সোনারপুরের বনহুগলি-১ পঞ্চায়েতের মিরপাড়ার ঘটনা। স্বামী সহ পরিবারের ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। ৫ বছর আগে নলগড়াহাট এলাকার আনসার আলি সেখের মেয়ের আরিফ আলি মোল্লার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। একটি ৮ মাসের পুত্র রয়েছে। ইয়াসমিনের বাবা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির গাড়ির চালক ছিলেন। একমাত্র মেয়েকে খাট, বিছানা, নগদ টাকা, রেফ্রিজারেটর, আলমারি সহ সোনার গয়না ও যৌতুক দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে জামাইকে একটা স্কুটি কিনে দেওয়া হয়েছে। ইদানীং আবার কিছু টাকার জন্য ইয়াসমিনকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সেই টাকা না পেয়েই মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। **(৮.১০.১৭)**

পণ না পেয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

★ বাসন্তীর কোটরাখালি গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে দাবি মতো ২০ হাজার টাকা না আনার জন্য স্ত্রীর হাত পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল স্বামী। এই গৃহবধূর চিৎকার শুনে ছুটে আসে আত্মীয়রা। ৪ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সেখ আসিরুদ্দিনের সঙ্গে কলহাজরা গ্রামের রেশমিনার। তাদের ৩ বছরের এক ছেলেও আছে। সে ফলের দোকান করবে বলে স্ত্রীকে বাবার বাড়ি থেকে ২০ হাজার টাকা আনতে বলে। রেশমিনা তা অস্বীকার করে। টাকা চেয়ে না পাওয়ায় মেয়েকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় জামাই ছাড়াও শাশুড়ি ও ননদ জড়িত রয়েছে। **(২১.১১.১৭)**

দুই কন্যা জন্মানোয় বধূহত্যা

★ পরপর দুবার কন্যাসন্তান জন্মেছে। সেই রাগে গৃহবধূ সীমা সাউকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অন্ডাল থানার কাঁকরডাঙা এলাকায়। গৃহবধূর শাশুড়ি ও দেওরকে আটক করেছে। স্বামী ওমপ্রকাশ সাউ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। ২০১০ সালে বিয়ে হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের গিরিডির বাসিন্দা সীমার। প্রথম একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। কোনওভাবে মারা যায়। তার পর পর দুই কন্যা সন্তান হয়। সীমার উপরে অত্যচার মারধোর প্রায় চলতো এমনকি বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলতো। **(২৪.১১.১৭)**

বাংলাদেশ-২৩

সবচেয়ে দূষিত নগরীর তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয়

★ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগরীর তালিকায় এবারও ঢাকা দ্বিতীয়। আর প্রথম অবস্থানে রয়েছে নেপালের কাঠমাণ্ডু। ইউএস এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (একিউআই) সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সূচকে এর আগেও ঢাকার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়তে। এবার ঢাকার বাতাসকে বলা হয়েছে 'ভেরি আনহেলদি' বা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই সূচকে ঢাকার স্কোর ২৩৮। সবচেয়ে দূষিত থেকে পর্যায়ক্রমে ১০টি শহর হল নেপালের কাঠমাণ্ডু, বাংলাদেশের ঢাকা, পাকিস্তানের লাহোর, চিনের শেনিয়াং, বেইজিং, ভারতের কলকাতা, থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই, চিনের চেংদু, ভারতের দিল্লি ও চিনের সাংহাই।

এদিকে চলতি বছরের ১৮ মার্চ প্রকাশিত ইউএস এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সির জরিপেও দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা শীর্ষে রয়েছে। ওই তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হল বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগরীর মধ্যে চতুর্থ। সূচক মূল্যায়ন যার ১৯৫। ওই জরিপেও সবচেয়ে বেশি দূষিত নগরী হিসেবে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুকে দেখানো হয়েছে। **(২৪.৩.১৮)**

লঙ্কা চাষ করুন

★ জাত অনুযায়ী সারা বছর লঙ্কার চাষ করা যায়। মূলত খারিফ রবি ও প্রিখারিফ মরশুমে সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের লঙ্কা চাষ করা হয়।

লঙ্কার জাত ঃ দেশী জাত : বুলেট, সূর্যমুখী, বেলেডোনা, ধানী ইত্যাদি। উন্নত জাত : ক্যানিং ৭, ডাইমন্ড, পুসা রেড, কে-২ ইত্যাদি। হাইব্রিড জাত : তেজস্বিনি, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি।

মাটি ঃ দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, পলি দোঁয়াশ ও এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতে লঙ্কা চাষ ভাল হয়।

ফসলের সময়কাল ঃ এটি চারা বপন করলে ২-৩ বছর ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে ১৪০-১৫০ দিনের মধ্যে লঙ্কার সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

বীজের পরিমাণ ঃ দেশী বীজের জন্য বিঘা প্রতি ১০০-১৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন এবং হাইব্রিড জাতের জন্য ৫০-৬০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোষণ ঃ থাইরাম, ম্যানকোজেব, কার্বেনডাজিম বা নিম তেল অথবা গোচোনা দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। রাসায়নিক ঔষুধ দিয়ে শোধন করলে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ঔষুধ লাগবে। নিম তেল দিয়ে বীজ শোধন করলে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫ মিলি নিম তেল এবং গোচনা দিয়ে বীজ শোধন করলে ৩ : ১ অনুপাতে জল ও গোচনা মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়। টাইকোডারমা ভিরিডি দিয়েও বীজ শোধন করতে পারেন। বর্ষাকালে কোনো সেচ দিতে হয় না। শীত ও গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। তবে লবণাক্ত এলাকায় হাল্কা সেচ দিলে ভাল হয়। বেশি জলসেচ দিলে গাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লবণাক্ত এলাকায় কলসি সেচের মাধ্যমে জল দিলে ভাল হয়।

বীজতলা তৈরি ঃ ১০/ × ৪/ উঁচু জায়গা নির্বাচন করে তাতে ১// মাটি চেঁছে ফেলে দিয়ে বেডটিকে ভালো করে কুপিয়ে নিতে হবে

এরপর ১১ পাতায়

শিক্ষা-১২

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ৭ ভাষা

★ একটা সময় ছিল যখন মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে কোনও ভাষা ছিল না। ইশারায় একে অপরের সঙ্গে আলাপ চালাতেন। এখন আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সেই সবের উৎপত্তি প্রায় ১০ হাজার বছর আগে। প্রথম ভাষা কী ছিল তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। তবুও ভাষাবিদরা বহু ভাষার উপরে গবেষণা করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একটি ভাষা কত পুরনো তা নির্ধারণ করার উপায় রয়েছে। সেই ভাষাটি প্রথম কোন পাঠ্যে পাওয়া গেছে এবং তার সমসাময়িক ব্যবহার দেখলেই তার উৎপত্তির সময় বোঝা সম্ভব হয়। তেমনই ৭টি প্রাচীন ভাষা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১) সংস্কৃত : ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ ভারতের এই প্রাচীনতম ভাষার উৎপত্তি হয় ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এখনও বেশ কিছু মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। সংস্কৃতের প্রভাব পশ্চিমী বহু ভাষার উপরেও রয়েছে। কম্পিউটারের প্রাথমিক ভাষা সংস্কৃতের উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে।

২) গ্রিক : ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ গ্রিস এবং সাইপ্রাস নিবাসী প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলেন, লেখেন। এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম সরকারি ভাষা।

৩) চিনা ভাষা : ১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি মানুষ চিনা ভাষাকেই তাদের প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেন। শাং সাম্রাজ্যের শেষের দিকে প্রায় ১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ভাষার উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

৪) হিব্রু : ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ অনেকেই বিশ্বাস করেন গত ৫ হাজার বছর ধরে হিব্রু ভাষার ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই এর উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন মাত্র ১০ লাখ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

৫) আরবি : ৫১২ খ্রিস্টাব্দ ঃ বিশ্বে ৪২ কোটি আরবি ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ৫১২ খ্রিস্টাব্দে। বহু দেশ যেমন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইসরাইল, মিশর, জর্ডন, কুয়েত এবং ওমানের সরকারি ভাষা।

৬) তামিল : ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এর ইতিহাসের হদিশ পাওয়া গেলেও বিশ্বাস করা হয় এর উৎপত্তি ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ মানুষ তামিল ভাষায় কথা বলেন। তামিল বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৭) লাতিন : ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ঃ পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও এই ভাষাটি তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সংস্কৃতের মতো লাতিন ভাষাও অন্যান্য ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখনও পোল্যান্ড এবং ভ্যাটিকান সিটিতে সরকারি ভাষা লাতিন এবং বিশ্বের কয়েক লাখ মানুষ এই ভাষা শেখেন।

এক ছাত্রীর জন্য রেলস্টেশন

★ চোদ্দ বছরের মেয়ে ক্যারিনার জন্য জনবসতিহীন, নির্জন বরফ ঢাকা পোয়াকোন্ডা অঞ্চলে স্টেশন করল রাশিয়ান রেল। পড়াশোনার আগ্রহেই ওই স্টেশন। ওখান থেকে ঐ ছাত্রী ও তার ঠাকুমা ট্রেনে ওঠে। (১৬.১.১৮)

নীতিবিজ্ঞান-২৫

অঙ্গদানে রোষ

★ মৃত্যুর পর কিডনি দান করার অঙ্গীকার করে মাদ্রাসার রোষে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরের এক মুসলিম যুবক। মাদ্রাসাটি আরশাদ মনসুরি নামে এই যুবকের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তাঁকে মুসলিম সমাজে একঘরে করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকী, প্রাণনাশের হুমকিও মিলছে অহরহ। কারণ ইসলাম অঙ্গদানের অনুমতি দেয় না। কিন্তু ফতোয়াকে ভয় পাচ্ছেন না ওই যুবক। মনসুরির মতে মানবসেবাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

শিক্ষকদের অনশন, হোমযজ্ঞ

★ চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে পুরুলিয়া শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল কম্পিউটার টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। কিন্তু সরকার নির্বিকার। তাই তাঁরা হোমযজ্ঞ শুরু করেছেন। ৫ বছর আগে একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে কয়েক হাজার কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল। চলতি মাসের ৩১ তারিখে তার মেয়াদ শেষে হতে চলেছে। কিন্তু সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। তাই আমরা অনশনে বসেছি। তাতেও সরকারের টনক নড়েনি। তাই আমাদের হোমযজ্ঞ করতে হচ্ছে। **(২৮.৩.১৮)**

প্রশ্ন উত্তর - ৩০

১২৬) কুমারসম্ভব কে লেখেন? (১২৭) গণিত শাস্ত্রে শূন্য তত্ত্বের আবিষ্কার কোন যুগে? (১২৮) ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির কোন বংশের সৃষ্টি? (১২৯) তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দির কে তৈরি করেন? (১৩০) পুরীর জগন্নাথ মন্দির কে নির্মাণ করেন? (১৩১) কোনারকের সূর্য মন্দির কে নির্মাণ করেন? (১৩২) ইলোরার গুহাচিত্র কাদের আমলে সৃষ্ট? (১৩৩) অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা কে? (১৩৪) কিরাতার্জুনীয়ম কে রচনা করেন? (১৩৫) সিংহবিষ্ণুর সভাকবি কে ছিলেন? (১৩৬) প্রজ্ঞাপারমিতা কে রচনা করেন? (১৩৭) শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের বাল্য নাম কি ছিল? (১৩৮) আঙ্কোরভাট এর মন্দির কোন দেবতার? (১৩৯) জাভার বরবুদুর এর স্তূপ কোন রাজাদের সৃষ্টি? (১৪০) রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৪১) লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৪২) মহামল্ল উপাধি কে গ্রহণ করেন? (১৪৩) কল্যাণের চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৪৪) নিস্ক ও মনা কোন যুগের মুদ্রা? (১৪৫) বৈদিক যুগের প্রধান বাহন কি ছিল? (১৪৬) অকালি আন্দোলন কোথায় হয়েছিল? (১৪৭) তাহাকিব-অল-অখলক কে রচনা করেন? (১৪৮) 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশিত হয় কবে? (১৪৯) ইন্ডিয়ান লিগ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (১৫০) ভারতীয় গণপরিষদের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

গত সংখ্যার (জানুয়ারি) উত্তর

১০১) ঔরঙ্গজেবের আমলে, ১০২) দ্বিতীয় আকবর, ১০৩) থানেশ্বর, ১০৪) ধর্মপা ও দেবপাল দুজনেই, ১০৫) অপরাজিত বর্মন, ১০৬) ৭১২ সালে, ১০৭) তুর্কি, ১০৮) ১৯৯১ সালে, ১০৯) বিজ্ঞানেশ্বর, ১১০) বল্লাল সেন, ১১১) পাল যুগের একজন বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী, ১১২) প্রথম রাজেন্দ্র চোল, ১১৩) ১৯৯২ সালে, ১১৪) ১৯০১ সালে, (১১৫) হর্ষবর্ধন, ১১৬) কালিদাস, ১১৭) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে, ১১৮) তৃতীয় গোবিন্দ, ১১৯) জাহাঙ্গীর, ১২০) নাগসেন, ১২১) কুষাণরা, ১২২) অশ্বঘোষ, ১২৩) প্রথম কুমার গুপ্ত, ১২৪) ১৫ বছর, ১২৫) কালিদাস।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৭

দাদের ওষুধ উধাও

★ দাদ-হাজা-চুলকানিকে আউট করার জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন বারবার ঝলকে উঠত টিভির পর্দায়। যেকোনও সম্প্রচারের ফাঁকে প্রায় প্রত্যেক কমার্শিয়াল ব্রেকে সুনীল গ্রোভারের অভিনয়ে প্রাণ পেত বিখ্যাত ওষুধ সংস্থার তৈরি ওই মলম। চিকিৎসকদের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে গণমাধ্যম থেকেই এবার আউট হয়ে গেল নামজাদা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনটি। কারণ এই ওষুধ স্টেরয়েডযুক্ত ড্রাগ। দাদ হাজার চুলকানি সারাতে জেরবার ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে দাদের দৌরাত্ম্যে তাঁরা নাজেহাল। গত সপ্তাহে ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালের ত্বকরোগ বিভাগের আউটডোরে একদিনে ভিড় করেছিলেন ৩২৫৫ জন রোগী। যাঁদের ৭০ শতাংশের সমস্যা দাদ। বিশেষজ্ঞরা বরাবর মনে করেন এই সমস্যার নেপথ্যে আছে প্রেসক্রিপশন ছাড়া স্টেরয়েডযুক্ত ভুলভাল ওষুধ কেনার বদভ্যাস। নিজেদের দেহ কোষে জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে ফেলেছে রিংওয়ার্ম। তাই তাদের আর সহজে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। (২০.১০.১৭)

সেলাই নয়, কাটা জোড়া যাবে আঠায়

★ বিজ্ঞানীরা ক্ষত নিরাময়ে এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। অপারেশনের সময় ব্যবহৃত এক বিশেষ প্রকার আঠা মাত্র ৬০ সেকেণ্ডে শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন ক্ষতের মুখবন্ধ করে দিতে সক্ষম। এই উচ্চমাত্রার ইলাস্টিক প্রোটিন এবং মিথাক্রিলোইল যুক্ত ট্রোপোইলাসটিন (সংক্ষেপে মি-ট্রো) চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক সাড়া ফেলবে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা সেলাইয়ের পরিবর্তে এই আঠা ব্যবহার করে ক্ষতের মুখ বন্ধ করা সম্ভব। গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ওয়েইস, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। (৬.১০.১৭)

২০৩০ এর মধ্যে এইডস্ নির্মূল হবে ভারতে

★ রাষ্ট্রসংঘের ছাদের নীচে এইডস্ দূরীকরণে শপথ নেওয়ার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে ২০১৭র শেষ থেকে জোর কদমে কাজ শুরু করে ভারতবর্ষ। ইউনাইটেড নেশনস সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্‌কে কার্যকরী করতে ১৯০টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ এগিয়ে আসতে চলেছে দ্রুতগতিতে। লক্ষ্য ২০৩০ এর মধ্যে এইডস্ মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। এই লড়াইকে সংঘবদ্ধ করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। (১৫.১০.১৭)

একের মাথা অন্যের শরীরে

★ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে, একজনের মাথা সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হল অন্যজনের শরীরে। এই যুগান্তকারী অস্ত্রোপচারের কৃতিত্ব ইতালির শল্যচিকিৎসক ডাঃ সের্গিও কানাভেরো। তাঁর দাবি বিশ্বে এই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে মাথা প্রতিস্থাপন হল। অনেকদিন আগেই তিনি এই দাবি করেন। এতদিন তাঁর দাবিকে মান্যতা দেয়নি। পশ্চিমা দেশগুলো এব্যাপারে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। এগিয়ে আসে চিন। এক ল্যাবরেটরিতেই এই অসাধ্য সাধন করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন ডাঃ কানাভেরো। ১৮ ঘণ্টা চলে এই অপারেশন। (১৯.১১.১৭)

ডেনমার্ক-২৭

ডেনমার্ককে জানুন

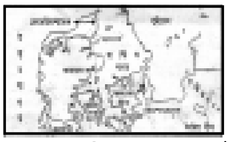

★ ডেনমার্ক উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। ডেনীয় ভাষায় এর সরকারি নাম Kongeriget Danmark। ভাইকিংয়েরা ১,১০০ বছর আগে ডেনীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এটি ইউরোপের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজতন্ত্রগুলির একটি। ডেনমার্কের বর্তমান জাতীয় পতাকা Dannebrog ১২১৯ সাল থেকে প্রচলিত। কোপেনহেগেন ডেনমার্কের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ডেনমার্ক স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একটি অংশ। বিগত শতাব্দীগুলিতে ডেনমার্কের রাজারা সমগ্র নরওয়ে ও সুইডেন কিংবা এরে কিয়দংশ শাসন করেছেন। তারা দ্বীপরাষ্ট্র আইসল্যান্ডও শাসন করেছেন। ভৌগলিকভাবে ডেনমার্ক উত্তরের স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির সাথে মহাদেশীয় ইউরোপের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ডেনমার্ক জুটলান্ড উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকার উপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এছাড়াও রাষ্ট্রটি ডেনীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু শত দ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করে। জুটলান্ডের দক্ষিণ সীমান্ত জার্মানিকে স্পর্শ করেছে। এই সীমান্তের দৈর্ঘ্য মাত্র ৬৮ কিমি.। পূর্বে জুটলান্ড ও সুইডেনের মাঝে ডেনমার্কের প্রধান দ্বীপগুলি অবস্থিত। এদের মধ্যে জেলান্ড দ্বীপটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। ডেনমার্কের ৬০০ বছরের রাজধানী কোপেনহাগেনের বৃহত্তম অংশ জেলান্ডের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত।

এছাড়াও স্কটল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে ১৮টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ফারো দ্বীপপুঞ্জ এবং তারও অনেক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অধীন। রাজনৈতিকভাবে ফারো দ্বীপপুঞ্জ ও গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অংশ হলেও প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলি বাদে এরা স্বশাসিত।

ডেনমার্কের আয়তন ৪২ হাজার ৯২৪ বর্গকিলোমিটার। দেশটির জনসংখ্যা ৫৭ লাখ ৫৪ হাজারের বেশি। ডেনমার্কের রাষ্ট্র ভাষা 'ডেনীয়'। এখানকার প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। এছাড়া কানাডা, জার্মানি, গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ ভাষায় প্রচলন রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ডেনীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। ডেনমার্কের বর্তমান জাতীয় পতাকা ১২১৯ সাল থেকে প্রচলিত। অনেক উত্তরে অবস্থিত হলেও উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রস্রোতের কারণে ডেনমার্কের জলবায়ু তুলনামূলকভাবে বেশ মৃদু। ডেনমার্ক একটি নিচু দেশ। এখানে রয়েছে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, সাজানো গোছানো খামার, এবং বিস্তৃত গ্রামীণ সবুজ চারণভূমি। ডেনমার্কের কোন অংশ থেকেই সাগরের দূরত্ব ৬৪ কিমি-র বেশি নয়, ফলে সমগ্র দেশেই উপকূলীয় আবহাওয়া বিরাজমান। বর্ষা, কুয়াশা ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ স্বাভাবিক ঘটনা।

১৯ ফুটের লঙ্কা গাছ

★ লঙ্কা গাছের উচ্চতা ১৯ ফুট। গাছ থেকে লঙ্কা পাড়তে 'মই'এর সাহায্য নিতে হয় গৃহকর্তা অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী অমল চট্টোপাধ্যায়ের। গাছের লংকায় বেশ ঝাল আছে। অমলবাবু ইন্টারনেট ঘেঁটে জানতে পেরেছেন ভারতবর্ষে একমাত্র মহারাষ্ট্রে এই ধরণের একটি লঙ্কা গাছ আছে। তার উচ্চতা মাত্র ১৭ ফুট। ১৯ ফুটের লঙ্কা গাছ গিনেশ বুকে ঠাঁই পাওয়ার আশায় অমলবাবু।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

গড়িয়া - ৪৩

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রী ঃ** সুন্দরবন থেকে সুন্দরীর মতো অবলুপ্তির পথে গড়িয়া। ক্যান্ডেলিয়া ক্যান্ডেল প্রজাতির এই পাশ্চাত্য ম্যানগ্রোভ বৃক্ষটি রাইজোফোৎরেসি গোত্রীয়। এর অধীমূল শ্বাসমূল ঠেসমূল থাকে না। চিরহরিৎ। ছোট থেকে মাঝারি আকার। পরিণত গাছ ৭ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন। হালকা বাদামী বর্ণের বাকল। আয়তকার পাতা। সাদা ও লম্বাটে কাপের মতো হয় ফুল। ফলও লম্বাটে। গ্রীষ্মে ফুল ও ফল হয়। পতঙ্গ বা মৌমাছি পরাগ মিলন ঘটায়। নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটায় সিক্ত নোনা ভূমিতে গড়িয়া জন্মায়। খলসি ও গড়িয়া দেখতে প্রায় একরকম। বাকলের ট্যানিন কলকারখানার বেশ উপযোগী। গৃহস্থলীর বিভিন্ন কাজে ও জ্বালানি হিসেবে গড়িয়া কাঠ সমাদৃত।

নতুন তিন মাছ

★ বাঙালির পাতে পড়বে নতুন ৩ মাছ। ভেটকির মত দেখতে গ্রুপার একটি সামুদ্রিক মাছ। ওজন হয় ২ কেজি। সময় লাগে ৭ মাস। ভিয়েতনামের শোল ১.৫ কেজি হয়। এবং গুলসা টাংরা। এই মাছ চাষ হবে মৎস্য দপ্তরের গোলতলা জলাশয়ে। খেতে সুস্বাদু ও প্রচুর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। (১২.৩.১৮)

সমুদ্র শৈবাল

★ সুইডেনের একদল গবেষক অনুসন্ধান করে জেনেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন উদ্ভিদ হল সামুদ্রিক শৈবাল। বিশ্বের প্রাচীন এই উদ্ভিদের প্রমাণ পেয়েছেন ভারতে। এই গাছ মূলত অগভীর সমুদ্রে বাস করে। গবেষকরা আরও বলেছেন, তাঁরা এই জীবাশ্মে ক্লোরোপ্লাস্টের সন্ধান পেয়েছেন। যা সালোকসংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই উদ্ভিদ একটি লাল অ্যালগি বা সামুদ্রিক শৈবাল, যা প্রায় ১৬০ কোটি বছর আগের। (১৪.২.১৮)

শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো হোক মহিলাদের আত্মরক্ষায় প্রধান অস্ত্র

★ **দেবযানী বৈরাগী ঃ** রাস্তাঘাটে, মাঠে ময়দানে, বাজারে এমনকি মহিলাদের মাঠে প্রাতঃকৃত্যের সময়ও শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, হেনস্থার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে লঙ্কার ব্যবহার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্র হতে পারে। কাছে সর্বদা লঙ্কা গুঁড়ো রাখতে হবে। প্রথমে দুষ্কৃতির সঙ্গে দু-এক মিনিটের সখ্যতা তৈরি করে, সুযোগ বুঝে চোখে শুকনো লঙ্কার লাল গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই কাজ শেষ। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় দুষ্কৃতি অন্ধও হয়ে যেতে পারে। বিচার আইন আদালত, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা নয়, অপরাধী তাৎক্ষণিক পেয়ে যাবে এক ভয়ঙ্কর শাস্তি। এই লঙ্কাগুঁড়োর সঙ্গে মিহি বালি মিশিয়ে একটু ভারি করে নিলে, গুঁড়ো হাওয়ায় উড়ে যাবে না। কিছু কিছু মহিলা ইতিমধ্যে লঙ্কা গুঁড়ো কাছে রাখা শুরু করেছেন বলে জেনেছি।

পকেটমার থেকে বাঁচতে-৩৬

মাইনে দিয়ে চোর রাখা হতো, ধরা পড়লো চোরের মালিক

★ মাসমাইনেতে চোরদের নিয়োগ করা হত। কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর মাইনে নির্ধারণ করত চোরেদের মালিক। রাত শেষ হলে সকালে মালিককে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যেত চোরেরা। মাস ফুরোলে মোটা টাকা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরত চোর কর্মীরা। সকালে মগরা থানার তেঘড়িয়া এলাকায় চোরেরা সারারাতের হিসেব মালিককে বোঝাতে এলে এলাকাবাসী চোরেদের মালিক ভনা ঘোষকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এলাকার মানুষই ভনাকে মগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত কারখানার মূল্যবান সামগ্রী থেকে শুরু করে রাস্তা তৈরির নির্মাণ সামগ্রী ভনার লোকজন চুরি করে পাচার করছিল। এর জন্য মাস মাইনেতে সে চোরেদের পুষেছিল। ভনার বিরুদ্ধে বন্ধ ডানলপ কারখানার মূল্যবান সামগ্রী চুরিরও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু পুলিশ হাতেনাতে তাকে ধরতে পারছিল না। শনিবার পুলিশের সেই কাজটা অনেকটাই সহজ করে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতদিন বন্ধ কারখানার মালপত্র চুরি যাওয়া নিয়ে স্থানীয়দের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ৩ মাস হল চোরেদের উৎপাতে গৃহস্থের বাড়ির জলের পাম্প থেকে শুরু করে বহু মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যেতে থাকে। তাই গৃহস্থরাও সতর্ক হয়ে যান।

তান্ত্রিকের খপ্পরে পড়ে গবেষিকা ১০ লক্ষ টাকা খোয়ালেন

★ সমস্যার চটজলদি সমাধান। খবরের কাগজে এমন বিজ্ঞাপন পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা গবেষিকা এক তান্ত্রিক বাবার খপ্পরে খোয়ালেন ১০ লাখ টাকা। বাবা সানাউল্লাহ খান গাজিয়াবাদে থেকে সংবাদপত্রে সমস্যার সমাধানের বিজ্ঞাপন দিত। বাবার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলেই বাবা টাকা নিয়ে নিত। আশ্বাস দিত সব সমস্যার সমাধান হবে। গ্রহ, নক্ষত্র ঠিক করা, ভূত-প্রেত সামলে দেওয়া হবে। সশরীরে বাবার কাছে কখনই হাজিরা দিতে হয়নি। ফোনে তন্ত্র প্রক্রিয়া চলত। সেখানেই পশুবলির জন্য ৬৪ হাজার টাকা চেয়েছিল। বাবার তন্ত্র সাধনার সুফল পেতে গেলে প্রথমেই অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে ৫ হাজার ২০০ টাকা। আদতে তন্ত্রের ভয় দেখিয়ে সানাউল্লাহ ব্ল্যাকমেল করত। মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর পর হঠাৎই দেখা গেল বাবার ফোন নট রিচেবল!
ওই মহিলা ছোটেন সার্ভে পার্ক থানায়। তদন্তে নামে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। বাবা সানাউল্লাহ বলে কেউ নেই। তার জায়গায় মহম্মদ শাহজাদ মালিক এবং তার সাকরেদরা। বিজ্ঞাপন দেওয়া ঠিকানার অস্তিত্বই নেই। ফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও ভুয়ো। একাধিক ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, বহু মোবাইল ফোন ও ভুয়ো সিম কার্ড এবং একাধিক ভুয়ো পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। (৪.৮.১৮)

লঙ্কা খাওয়ার প্রতিযোগিতা

★ চিনে একদল মানুষ সম্প্রতি এই ঝাল খাওয়া নিয়েই এক অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। হুনানপ্রদেশের নিংসিয়াংয়ে এই ঝাল খাওয়ার প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতাটি ছিল সবচেয়ে কম সময়ে কে সর্বাত্মক লঙ্কা খেতে পারবেন। আর সেখানেই বিজয়ী হয়ে রেকর্ড গড়েছেন সুনামের এক ব্যক্তি। ৬০ সেকেণ্ডের মধ্যে তিনি ১৫টি অত্যন্ত ঝাল লঙ্কা খেয়েছেন।

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৮

ইঁদুর কাণ্ড

★ ইঁদুর নিধন নিয়ে কী কাণ্ড! মহারাষ্ট্রের মন্ত্রালয়ে নাকি ৩,১৯, ৪০০ ইঁদুর মারা হয়েছে। ইঁদুর মারতে একটি সংস্থাকে ৬ মাস সময় দিয়েছিল প্রশাসন। ৭ দিনেই হয়েছে নাকি ইঁদুর সাফ। বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী একনাথ খাড়সেই এ নিয়ে সরব হন। মন্ত্রী রাম কদমের সাফাই, ৩,১৯,৪০০টি ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছিল। ইঁদুরের সংখ্যা গোনা হয়নি। কংগ্রেস বলছে, শেষমেশ ইঁদুর নিয়েও কেলেঙ্কারি।

লঙ্কা চাষ

সাতের পাতার পর

এবং ৬// উচ্চতায় বেড তৈরি করতে হবে। উক্ত বেডের উপর আগে থেকে শুকনো করা পাঁক মাটি গুঁড়ো করে ঐ বেডের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর চার ঝুড়ি গোবর / কম্পোস্ট সার, ৫০০ গ্রাম নিম খোল, ৫০০ গ্রাম সুফলা ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপরে হাল্কা জল দিয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর মাটি শোধন করার জন্য ঐ বেডে একটি সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে কমপক্ষে ৭ দিন সূর্যের আলোর নিচে রেখে দিতে হবে। এরপর স্বচ্ছ পলিথিন তুলে নিয়ে উপরের ছাউনি করে দিতে হবে। মাটিতে সঠিক মাত্রায় জল দিয়ে ও মাটি উলটে পালটে দিয়ে শোধন করা বীজ ছিটিয়ে বা সারিবদ্ধভাবে বপন করতে হবে। ঐ বীজের উপর ১ : ১ : ১ অনুপাতে মাটি, কেঁচোসার ও বালি ভালভাবে মিশিয়ে এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে সমস্ত বীজ ঢাকা পড়ে যায়। প্রয়োজন হলে ১০০ গ্রাম ফিউরেডান বা ফরেড ছিটিয়ে দিয়ে ২// -৩// পুরু করে খড় বিছিয়ে চাপা দিয়ে তার উপর ঝারিতে করে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ২-৩ বার জল দেওয়ার পর ৭-৮ দিনের পর গাছ বের হতে শুরু করবে। সেই সময়ে সমস্ত খড় তুলে মশারির নেট দিয়ে বেডটিকে ঢেকে দিতে হবে এবং যতদিন না চারা তোলা হচ্ছে, ২-৩ দিন অন্তর মশারির উপর থেকে হাল্কা সেচ ও স্প্রে করতে হবে। চারা রোয়ার ৭ দিন আগে কীটনাশক, ৩ দিন আগে একটা ছত্রাক নাশক ও একটা ব্যাকটিরিয়া নাশক স্প্রে করতে হবে। মাঝে মাঝে ছাউনি খুলে রোদ খাইয়ে চারা শক্ত করতে হবে। পড়ন্ত বেলায় হাল্কা সেচ দিয়ে চারা তুলতে হবে যাতে কাণ্ডে আঘাত না লাগে।

জমি তৈরি ঃ বিঘা প্রতি ৫০০-১০০০ কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার, ৫০ কিলো সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ও ৮-১০ কিলো পটাশসার ও ৩ কেজি এগ্রোমিন জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতি বিঘায় ১০-১৫ কিলো চুন দিতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব ২ ফুট এবং সারির দূরত্ব দেড় থেকে দুই ফুট হতে হবে। এই দূরত্বে খুপি কেটে প্রতি খুপিতে ২৫ গ্রাম করে সরিষার খোল, ৫ গ্রাম নিম খোল, ১০ গ্রাম ডি.এ.পি দিয়ে জল দিতে হবে ও ৭ দিন পর খুপির মাটি তৈরি করে চারা লাগাতে হবে এবং নিয়মিত জল দিতে হবে। ২১ দিন পর ২০ গ্রাম ডি.এ.পি., ৫ গ্রাম পটাস ও ৫ গ্রাম ইউরিয়া ৪ ইঞ্চি দূরত্বে দিতে হবে ও কুপিয়ে লঙ্কা গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। তার ২১ দিন পর পুনরায় উক্ত সার ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করতে হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ পাতা ধসা বা কাণ্ড ধসা ঃ ম্যানকোজেব বা কার্বেন্ডাজিম প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম করে স্প্রে করতে হবে। অথবা নিমতেল ৩ মিলিলিটার, ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এরপর ১৫ পাতায়

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪০

গত সংখ্যার পর

রান্নাঘরের টিপস

★ মাছ ভাজার সময় তেলের ছিটে রোধ করতে একটু নুন ছড়িয়ে দিন। ★ বেরেস্তা করার সময় পেঁয়াজ ভেজে নামানোর আগে সামান্য জল ছিটিয়ে দিন এতে পেঁয়াজ তাড়াতাড়ি লালচে হবে। ★ কাঁচা মাছ বা মাংস ছুরি-চপিং বোর্ডে কাটতে চাইলে বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই জলে ভিজিয়ে নর্মাল করে নিন। ★ আলু ও ডিম একসঙ্গে সেদ্ধ করুন, আলাদা কাজে ব্যবহার করলেও তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে। ★ স্যুপ রান্নার সময় পাতলা হয়ে গেলে দুটি সেদ্ধ আলু ম্যাশ করে স্যুপে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ★ ডাল তাড়াতাড়ি রান্না করতে হলে আগের রাতেই ভিজিয়ে রাখুন। ★ সহজে মশলাপাতি খুঁজে পেতে কৌটোর গায়ে নাম লিখে রাখুন। ★ আগামী দিন কী রান্না করবেন তার প্রস্তুতি রাতেই নিন, তাহলে সময় বেঁচে যাবে। ★ মাছ রান্না করে কাঁচা ধনেপাতা থাকলে তা কুচি করে কেটে ছড়িয়ে দিন, স্বাদ অনেকগুণ বেড়ে যাবে। ★ মাংস জাতীয় রান্না করে শেষে পেঁয়াজ কুচি ভাজা ছড়িয়ে দিন এতে স্বাদ বেড়ে যাবে। ★ ডিম সেদ্ধ করতে জলে সামান্য নুন দিয়ে দিন। এতে ডিম খেতে সুস্বাদু হবে আর খুব সহজেই ডিমের খোসা ছাড়ানো যাবে। ★ মাছ ভাজতে কড়াই থেকে নির্দিষ্ট দূরে থাকুন। মাছে জল থাকলে কিংবা ফুটে আপনার গায়ে বা চোখে তেল পড়তে পারে। ★ শুকনো মরিচ ভাজার সময় মরিচ পোড়ার ঝাঁঝে হাঁচি-কাশি রোধে রান্নাঘরের দরজা-জানালা ভালো করে খুলে দিন। **(পরের সংখ্যায়)**

সুস্থ থাকার টিপস - ৮৮

ভারসাম্য বজায় রাখুন

★ প্রত্যেক দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। কারণ সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারা। অফিসে সময় মতো পৌছন। যে যে কাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তার একটা তালিকা তৈরি করুন। পরের দিন কী কী কাজ করতে হবে, সেই তালিকা তৈরি করে রাখুন। তাহলে পরের দিন আর আরগানাইজড ভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। অফিসে কাজের প্রতি মন দিন। গল্প করার জন্য লাঞ্চ ব্রেক বা টি ব্রেক তো রইলোই। ★ অফিস ডেস্কে বসে অফিসের কাজই করুন। অফিস আওয়ার্সে যদি অনলাইন সপিং করেন কিংবা পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনলাইনে চ্যাট করতে বসেন, দেরি তো হবেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ দরকার না পড়লে অফিসের কাজ বাড়িতে আনবেন না। অফিসেই মিটিয়ে আসার চেষ্টা করুন। ★ অফিসে তো আপনি একা কাজ করেন না। আপনার সহকর্মীরাও থাকেন। হঠাৎ যদি কাজের মাঝখানে কেউ আপনাকে তাঁর সঙ্গে চা খেতে যেতে অনুরোধ করেন, তাহলে কাজ ফেলে তা করার কোনও মানে হয় না। তাকে অন্যভাবে প্রত্যাখ্যান করুন। অফিসে সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখুন। তবে কাজের সময় একটা সূক্ষ্ম দূরত্বও বজায় রাখুন। ★ অফিসে যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে তাকে অফিসেই মিটিয়ে নিন। বাড়ি পর্যন্ত তা বয়ে আনার কোনও মানে হয় না। বাড়ি ফিরে বরং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। দেখবেন অনেকটা স্ট্রেস ফ্রি লাগছে। পরেরদিন আবার অফিসে গিয়ে সমস্যা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। অফিসের সমস্যা নিয়ে মাথা গরম করে পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করবেন না। ★ অফিসের বন্ধু আর ব্যক্তিগত বন্ধুবৃত্তকে আলাদা আলাদা ভাবে মেন্টেইন করুন। দু'পক্ষ আপনাকে আলাদা আলাদা ভাবে চেনে। আপনিও নিশ্চয়ই অফিস আর ব্যক্তিগত জীবনে একরকম নন। তাই যারা আপনাকে যেমনভাবে চেনে তাদের সেরকমভাবেই চিনতে দিন।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ আগস্ট ২০১৮

২ ঃ জনজীবন বৈচিত্র্য নথিকরণ কর্মশালা ঃ

জয়নগর ১নং ব্লক জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির উদ্যোগে জয়নগর ১নং বিডিও অফিস বহড়ুতে হল জনজীবন বৈচিত্র্য নথিকরণ কর্মশালা। উদ্বোধন করেন জয়নগর ১নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস। ছিলেন ড. অনির্বাণ রায়, রাজ্য জীব বৈচিত্র্য পর্ষদের জেলা কো-অর্ডিনেটর অলোক সেনগুপ্ত, ড. দ্বীপ মন্ডল প্রমুখ।

৪ ঃ আফসার আমেদের (৫৯) জীবনাবসান ঃ

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার বছরেই প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ। ফেব্রুয়ারিতেই তিনি তাঁর উপন্যাস 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'র জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

৭ ঃ করুণানিধির (৯৪) জীবনাবসান ঃ

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তামিলনাড়ুর রাজনীতির প্রবল পুরুষ ডিএমকে নেতা মুথুভেল করুণানিধি। রয়েছেন চার ছেলে ও দুই মেয়ে। পাঁচবারের মুখ্যমন্ত্রী। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এমজি রামচন্দ্রন, পরে জয়ললিতা। দুজনই প্রয়াত। অবসান হল করুণানিধির যুগেরও।

৯ ঃ নয়া চেয়ারপার্সন মহিলা কমিশনে ঃ

গির্জায় যাজকদের কাছে স্বীকারোক্তির প্রথা ব্ল্যাকমেলিংয়ে গড়াতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ওই প্রথা বিলোপের প্রস্তাব দিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছিলেন। সেই রেখা শর্মাই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনোনীত হলেন। গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে ওই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ৫৪ বছরের রেখা। কমিশনের সদস্য হিসেবে সারা দেশের অজস্র হোম ও মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন।

১১ ঃ নইপলের (৮৫) জীবনাবসান ঃ

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ভি এস নইপল প্রয়াত। বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নইপলের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ইংল্যান্ডে। লন্ডনে নিজের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী নাদিরা নইপল। ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ত্রিনিদাদের ভারতীয় হিন্দু পরিবারে জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ পেয়ে ১৮ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। অক্সফোর্ডে পড়াশোনার সঙ্গে লেখালেখির কাজ চলছিল পুরোদমে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য মিস্টিক ম্যাসিউর' (১৯৫১)। ১৯৯০ সালে নাইটহুড উপাধি পান। ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৫ সালে প্যাট্রিসিয়া অ্যানা হ্যালেকে বিয়ে করেছিলেন নইপল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের সাংবাদিক নাদিরা খানুম আলভিকে বিয়ে করেন ভি এস নইপল।

১৫ ঃ সর্ববৃহৎ জাতীয় পতাকায় পালিত স্বাধীনতা দিবস ঃ

৩,৬০০ বর্গমিটার দৈর্ঘ্যের আয়তন বিশিষ্ট সর্ববৃহৎ জাতীয় পতাকায় মুর্শিদাবাদে পালিত হল ৭২তম স্বাধীনতা দিবস। জিয়াগঞ্জ শহরের হাইস্কুল পাড়ার কেয়ার অ্যাকাডেমি নামে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবছর ৪০০ মিটার লম্বা ও ৯ মিটার চওড়া বিশিষ্ট এই পতাকাটি তৈরি করে। একসঙ্গে হাজার খানেক বাসিন্দা ওই পতাকা বহন করে জিয়াগঞ্জ রানী ধান্যকুমারী কলেজ থেকে শুরু করে হাতিবাগান, ফুলতলা, সদরঘাট হয়ে নেতাজী মূর্তির কাছে গিয়ে পদযাত্রা শেষ করেন। খরচ প্রায় ৮ হাজার টাকা।

১৬ ঃ প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী (৯৩) ঃ

লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। দিল্লীর এইমস্ হাসপাতালে ছিলেন। ২০০৯ হার্ট অ্যাটাকের পর স্মৃতিশক্তি হারান। একটা কিডনি বিকল ছিল। কথা বলতেন না। তাকিয়ে থাকতেন। খাইয়ে দিতে হত। এভাবে কয়েক বছর কাটান। ২০১৫-এ ভারতরত্ন, ১৯৯২-পদ্মবিভূষণ, ১৯৯৪-এ সেরা সাংসদ। ৩ বার প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ - ১৬.৫-৩১.৫। ১৯৯৯ - ১৬.৩ থেকে ১৩ মাস। ১৯৯৯ থেকে ৫ বছর ১৩.৫.০৪ পর্যন্ত। প্রথম সাংসদ ১৯৫৭-এ। মোট ১০ বার।

১৭ ঃ আক্রান্ত কেরল ঃ

ক্ষতি ২০০০০ কোটি। বিপন্ন - ২০০০০০০, আশ্রিত - ৬০০০০০, ত্রাণশিবির - ৩০০০, জেলা - ১৪, জেলা জলের নিচে - ১৩, মৃত - ৪৮৩, কাজে ২৩ হেলিকপ্টার, পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ১০ কোটি টাকা। গত ১০০ বছরে এখানে এমন বন্যা হয়নি। ১৪ জনকে পাওয়া যায়নি।

<u>পিঠ পেতে ঃ</u> বন্যায় ঘটেছে আশ্চর্য ঘটনা। মহিলাদের নৌকায় উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল। জলমগ্ন ত্রিশূরে পিঠ পেতে দেয় জয়সল কেপি। তার পিঠে পা দিয়ে দুর্গত মহিলারা নৌকায় ওঠে। <u>অনুদান ঃ</u> অনুপ্রিয়া (৯) সাইকেল কিনবে বলে ৪ বছরে ৯ হাজার টাকা জমায় তামিলনাড়ুর ভিলুপুরমে। সবটাই দান করল কেরলে। খবর পেয়ে হিরো কোং ওকে সাইকেল উপহার দিলেন।

১৮ ঃ প্রয়াত নোবেলজয়ী কোফি আন্নান (৮০) ঃ

মারা গেলেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব নোবেলজয়ী কোফি আন্নান। ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের দায়িত্ব সামলেছেন। এই সময়ই ২০০১ সালে বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পান আন্নান। আফ্রিকার ঘানার বাসিন্দা। তিনিই প্রথম একজন আফ্রিকার বাসিন্দা হয়েও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব পদের মর্যাদা পান।

২৩ ঃ ভেনেজুয়েলায় একটি মুরগির দাম দেড় কোটি

আগে জিম্বাবোয়ে-ইন্দোনেশিয়ার বেলার এমন গল্প শোনা গেছে। লোকে বস্তা ভর্তি নোট নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে ফিরতেন। এবার ভেনেজুয়েলার বেলায়ও তাই ঘটছে। সেখানেও খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী কিনতে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। প্রায় আড়াই কেজি ওজনের একটি মুরগির দাম ১ কোটি ৪৬ লাখ বলিভার। ভেনেজুয়েলার মুদ্রাস্ফীতি কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। এক কেজি চালের দাম ২৫ লাখ বলিভার। আর এক কেজি টমেটোর দাম ৫ লাখ।

★ প্রয়াত কুলদীপ নায়ার (৯৫) ঃ

তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান। তাঁর এক পুত্র সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাজীব নায়ার। দিল্লির এসকর্ট হাসপাতালে এই সাংবাদিকের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি লেখালেখি করে গিয়েছেন। তিনি ১৯৯০ সালে ব্রিটেনে ভারতের দূত নিযুক্ত হন। পরে ১৯৯৭ সালে রাজ্যসভায় মনোনীত হন।

২৭ ঃ ইস্পাতের পা নিয়ে বিশ্বজয় ব্রেন্নার

একটি মাত্র পা-ই সম্পূর্ণ। অন্য পা ইস্পাতের। নাম ব্রেন্না হাকাবি, গড়েছেন দুর্দমনীয় সমস্ত কীর্তি। ১৯৯৬ সালের ২২ জানুয়ারি ব্রেন্না জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ন্যাশনাল অ্যাবিলিটি সেন্টারে স্নো বার্ড শেখেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে স্নো বোর্ডিংয়ে চ্যাম্পিয়ন। ২০১৭ সালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্নো বোর্ড এবং ব্যাংকড স্যালোম – দুটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হন। প্রথম প্যারালিম্পিয়ান হিসাবে বিখ্যাত 'স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড' ম্যাগাজিনের সুইমস্যুট কভারে ঠাঁই পান। ২০১৮ সালের শীতকালীন প্যারালিম্পিয়ানে অংশগ্রহণ করে স্নো বোর্ড ও ব্যাংকড স্যালোম বিভাগে জেতেন।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ আগস্ট ২০১৮

২ ঃ ব্যাঘ্র-বিধবা পেলেন ২ লক্ষ ঃ প্রায় ২ বছর পর সুন্দরবনের এক ব্যাঘ্র বিধবার হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিল রাজ্য মৎস্য দপ্তর। ২ আগস্ট ডায়মণ্ডহারবারের অফিস থেকে বিধবা শিখা মণ্ডলের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। সুন্দরবনের গোসাবার জহর কলোনির বাসিন্দা অসিত মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী শিখা মণ্ডল। ২০১৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মৎস্যজীবী অসিত দুই সঙ্গী নিয়ে কাঁকড়া ধরতে বের হন। সঙ্গে ছিল জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরার বৈধ পারমিট। সজনেখালি অভয়ারণ্যের ৪নং পঞ্চমুখানি জঙ্গলে তারা কাঁকড়া ধরছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ অসিত মণ্ডলকে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। তার দেহ আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এজন্য কোনও রকম সরকারি সহায়তা পাননি অসিত মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী শিখা ও নাবালক দুই যমজ ছেলে। কারণ, শিখা পুলিশ রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি। এই অবস্থায় ২০১৬ সালের শেষের দিকে শিখা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফোরামের সহায়তায় ২০১৭ সালে তিনি মৃত অসিত মণ্ডলের ব্যক্তিগত জনতা বিমা থেকে ১ লক্ষ টাকা পান। এবং পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পরিবার সহায়তা প্রকল্পে পান ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু ক্ষতিপূরণ বাবদ বনদপ্তরের আড়াই লক্ষ টাকা এখনও পাননি তিনি।

২৩ ঃ রণজিৎকে বাঘে তুলে নিয়ে গেল ঃ সুন্দরবনের পঞ্চমুখানিতে ১ মৎস্যজীবীকে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। ৪৭ বছরের নিখোঁজ ওই মৎস্যজীবীর নাম রণজিৎ হালদার। গোসাবার লাক্সবাগান থেকে ২ সঙ্গীকে নিয়ে তিনি নদী খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে, তখন আচমকা একটি বাঘ এসে রণজিৎ হালদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বডি পাওয়া যায়নি।

সাপে কেটে মৃত্যু ঃ আগস্ট ২০১৮

২৯.৭ ঃ মেহেবুব আলম (৪২) সাপে কেটে মারা গেল ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক গ্রামীণ চিকিৎসকের। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঝোড়া চা বাগানে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। মালে পৌঁছে চিকিৎসা শুরুর আগেই তার মৃত্যু হয়।

৩১.৭ ঃ মমতাজ মণ্ডল (১৩) মারা গেল ঃ পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। যায় ওঝার কাছে। এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে আসে রোগাটে শরীরটা। যখন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, ততক্ষণে দেহে আর প্রাণ নেই। মমতাজ মণ্ডল (১৩) দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির ২নং গরানকাটি গ্রামের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।

★ কিরণ হাঁসদা (১০) ও অর্পিত গড়াই (৯) মারা গেল ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল দুই আবাসিক পড়ুয়ার। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কুন্ডহিত এলাকার কুন্ডহিত মডার্ন পাবলিক হাইস্কুল ছাত্রাবাসে। সর্পাঘাতে মৃত। পাশাপাশি শুভজিৎ মুর্মু এবং সুরজ হেমব্রম নামের দুই ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুজনকে সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

২.৮ ঃ ডলি মালিক (৩৮) মারা গেল ঃ কালনার কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের ঝড়ো গ্রামের ওই মহিলাকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝরাত পর্যন্ত চলে ওঝার কেরামতি। পরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

★কাজল দেবনাথ (৪১) মারা গেল ঃ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ির রান্নাঘরে বসে রুটি করার জন্য আটা মাখছিলেন। তার পায়ে ছোবল মারে একটি বিষধর সাপ। চিৎকারে ছুটে আসেন বাড়ির লোকজন। দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রাত এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়।

৪ ঃ ওঝার কেরামতিতে বাক্কার মোল্লা (৫৮) প্রয়াত ঃ মৃতের নাম বক্কার মোল্লা (৫৮)। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায়। টিফিন করতে বাড়ি ফিরে পরিবারকে বিষয়টি জানান। পরে বক্কার আবার জমিতে চাষের কাজে চলে যান। সেখানে তিনি জ্ঞান হারান। প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি সংস্থায় নিয়ে যান। সেখানে ওঝা তাকে কামড়ানোর জায়গায় পাথর বসিয়ে বিষ বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাকে কাজ হয়নি। তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা বক্করকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

৫ ঃ বেঁচে গেল সোনামনি ও মোহন মণ্ডল ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার রাধানগর গ্রামের গৃহবধূ সোনামণি মণ্ডলকে আলমারির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপ ছোবল মারে। মোহন মণ্ডল সাপটিকে ধরে ফেলে। কোন সাপে কামড়েছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সাপটিকে সঙ্গে করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসাতালে সোনামণিকে নিয়ে আসে। কৌতূহলী জনতার সামনে সাপ দেখাতে গিয়ে হঠাৎই সাপটি বেড়িয়ে ২বার ছোবল মারে মোহনকে। সাপের কামড়ে সে হাসপাতাল চত্বরেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু হয়। তবে সোনামণি ও মোহন বিপদমুক্ত।

৬ ঃ সরকারি হাসপাতালে সাপে কাটার চিকিৎসা চলছে ওঝা দিয়ে ঃ বিহারে হাজীপুরের ওই সরকারি হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছেন এক মহিলা। চিকিৎসকের দেখা নেই। তার বদলে সাপে কাটা ওই মহিলাকে ঝাড়ফুঁক করছেন তান্ত্রিক ও ওঝা। দেখা যাচ্ছে, সাপে কাটা ওই মহিলা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এলাকার দাপুটে তান্ত্রিক আর ওঝা একটি কাপড় নিয়ে মহিলার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলিয়ে চলেছেন। বিষ ঝাড়তে সেইসঙ্গে বিড়বিড়িয়ে পড়ে চলেছেন মন্ত্র। সাপে কাটা ওই মহিলা বৈশালী মাহনার গ্রামের বাসিন্দা।

★প্রমীলা খাতুন (১১) মারা গেল ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় একইসঙ্গে মা-মেয়েকে সাপে কাটল। মৃত্যু হয়েছে মেয়ে প্রমীলা খাতুনের। মা জরিনী বিবি কলকাতা এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়ার চন্দনপুর গ্রামে। বেথুয়াডহরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রমীলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শান্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় মেয়েটির।

৮ ঃ ভক্ত মাইতির (৫২) মৃত্যু হল ঃ বাড়ি তারকেশ্বর থানার রামনগর পঞ্চায়েতের অধীনে জগজীবনপুর গ্রামে। গ্রামেরই মাঠে ধানি চাষের জন্য পাওয়ার ট্রিলার চালাচ্ছিল ভক্ত মাইতি। সাপে কামড়ার। তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। **(পরের সংখ্যায়)**

সাহিত্য ও সংস্কৃতি - ২১

'উদগম' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং-এর বুকে সর্বপ্রথম শিশু-কিশোরদের মনের মতো ষান্মাসিক পত্রিকা 'উদগম' (দ্বিতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত হল সাংবাদিক প্রভুদান হালদারের করস্পর্শে ক্যানিং পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে ১৩ জানুয়ারি। আরও যারা অতিথিবর্গ এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন দঃ বারাসাত ধ্রুবচাঁদ কলেজের অধ্যাপক কার্তিক হালদার, উদগম পত্রিকার সভাপতি নারায়ণ রায়, আয়োজক মেলবন্ধন সাহিত্য সংস্কৃতি পর্ষদের (ক্যানিং) সভাপতি মনমোহন রায়। পত্রিকা সম্পাদক প্রশান্ত মণ্ডল বলেন, শিশুদের কথা ভেবেই এই পত্রিকা বার করা। চিন্তাভাবনা এসেছিল সেই দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই পত্রিকার ২য় সংকলন প্রকাশ হল। সাংবাদিক উদ্বোধক প্রভুদান হালদার বলেন, তিনি লেখালেখির সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যুক্ত আছেন। কবিতা লেখেন না তবে ভালোবাসেন কবিতা। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে যথার্থ কথাই বলেছেন, ছোট পত্রিকা প্রকাশের কথা বড় বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। ছোট সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়। এইরকম দ্বিচারিতা না থাকাই শ্রেয়। এসেছিলেন আয়োজক সংস্থার আরও একটি বড়দের পত্রিকা বসুধাবীথি-র সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, ছোটনাটক পরিবেশিত হয়। কবিতা পাঠে ছিলেন ত্রিনয়ন দাস, চঞ্চল মণ্ডল, মান্নান জাভেদ, সত্যেন বিশ্বাস, শাজাহান মোল্লা, সহদেব মণ্ডল, হিমাংশু মিস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ। এদিন মঞ্চ থেকে ছোট গল্প, অঙ্কণ, কবিতা, ছড়া, প্রতিযোগিতার বিজয়ী ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সোনাখালি হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাসন্তী সোনাখালী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এছাড়া তিনদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতি ঝুমুর নৃত্য, বাউল, ভাটিয়ালী, ফকিরি, লালনগীতি, লোকসংগীত, আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। ছিল আবৃত্তি, সংগীত, ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য, হাস্যকৌতুক, শ্রুতিনাটক - কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও পুরস্কার বিতরণী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছিলেন শিক্ষক নেতা অজিত নায়েক, বাসন্তী হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবপলেন্দু মণ্ডল, মাধ্যমিক বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য হরিপদ বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক ও অমলকৃষ্ণ পন্ডিত, ভীষ্মদেব মণ্ডল এবং শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার ও সভাপতি আলমবারি সেখ প্রমুখ।

আমরা দুই বান্ধবী

অলংকিতা মাইতি

আমরা দুই বান্ধবী যেতাম গান শিখতে
ফিরতাম দুজনে আনন্দ করতে করতে।
দুজনে মিলে গান গাইতাম এদিকে ওদিকে দুলে,
দুই বান্ধবী মিলে ফুচকা খেতাম মন ভরতি করে।
হঠাৎ সে চলে গেল রোড অ্যাক্সিডেন্টে
আমি যেতাম গান শিখতে মুখ গোমড়া করে।
দুঃখে আমার চোখের জল ভাসিয়ে দিল বাঁধ
মনের কষ্টে মনের দুঃখে পেলাম না আর গানের স্বাদ।

পরির জন্য ডাক্তার

কবিতা চৌধুরী

একদিন বিকেলবেলায় আমি আমার ঘরের জানলার কাছে বসেছিলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম একটা মেয়ে খুব সুন্দর জামা পরে আছে এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এবং সেই জায়গাটা ছিল আমাদের ঘরের পিছনে একটি মাঠ। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেলাম। দেখলাম মেয়েটা ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তার পিছনে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে অবশেষে একটি সুন্দর বাগানে পোঁছোলাম। সেখানে বিভিন্ন রঙের ফুল। হঠাৎ আমি দেখলাম ওখানে আরও দুটো মেয়ে আছে। তারাও খুব সুন্দর জামা পরেছিল। তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল — চিনতে পারছ আমাদেরকে। আমি খানিকক্ষণ ভেবে বললাম — হ্যাঁ তোমাদেরকে চিনতে পেরেছি। মায়ের মুখেই তো আমি তোমাদের গল্প শুনেছি। মায়ের মুখে শুনেছিলাম তোমাদের হাতে নাকি জাদুকাঠি থাকে, তা দিয়ে তোমরা নাকি যা ইচ্ছা করতে পার। তোমাদের এই লাঠিটাকেই কি জাদুকাঠি বলে? তখন তারা বলল — ঠিকই শুনেছ তুমি। এই লাঠি দিয়ে কি হয় তুমি দেখবে? এই দেখ — বলেই আমাকে একটা নতুন সুন্দর জামা পরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা আমাকে এখানে এনেছ কেন? তখন তারা বলল আজ থেকে ঠিক ১৩ বছর আগে তুমিও আমাদের সঙ্গে এই বাগানে ছিলে। আমরাই তোমাকে একটি শিশু রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। আমরা বাধ্য হয়েছিলাম কারণ তুমি তখন খুব ছোটবেলায় একজন সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করেছিলে। তখন ওই সন্ন্যাসী তোমাকে বলেছিল তুই আর চিরকালের জন্য এই বাগানে থাকতে পারবি না। তার জন্য আমরা না চাইলেও তোমাকে পৃথিবীতে যেতে হয়েছিল। এইসব শুনে আমি চুপ করে বসেছিলাম। তারা আমাকে বলল — তুমি কি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমি বললাম তা নয়। তখন তারা বলল এবার তাহলে বল তোমার মনের ইচ্ছা কি? আমি বললাম আমি একজন ডাক্তার হতে চাই। তখন তারা বলল — ঠিক আছে। তারা আমাকে কোনো এক জায়গায় কোনো এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। সেই ডাক্তারটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল – আসো, আসো বসো। আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি আমাকে চেনেন নাকি? উনি বললেন — হ্যাঁ। হতে পারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কিন্তু তোমাকে যারা এখানে পাঠিয়েছে তারাই আমাকে তোমার কথা বলেছে। তখন তিনি আমাকে ডাক্তারি সম্বন্ধে, ঔষধ সম্বন্ধে সবকিছু শিখিয়ে দিলেন। তখন থেকে আমি কিছু কিছু রোগীকে দেখতে থাকি। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার বাবা-মা দুজনে এদিকে আসছে। আমি তখন মাকে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম – তোমরা এখানে কি করে এলে? বাবা-মাও সেই পরির কথা বলল। কিভাবে এসেছে, সবকিছু। এইভাবে রোগী দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক পর পেপার পড়তে গিয়ে দেখলাম আমার ছবি এবং আমার ডাক্তারি ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে এবং আমি পৃথিবী বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুমটাকে ভেঙে গেল এবং সবকিছু ওলটপালট করে দিল।

সুন্দরবনে শীতবস্ত্র বিলি

★আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ সোনারপুরের রাখী নাথ ও কয়েক জন মিলে গঠন করেছেড় স্বাগত ফাউণ্ডেশন। সারা বছর পয়সা জমিয়ে ১০০টি নতুন কম্বল কিনে রবিবার সুন্দরবনের বাসন্তীর চরডাকাতিয়া, বড়িয়া ১০ নম্বর ও পানিখালিগ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন তারা। ছিল শীতের চাদর, সোয়েটার শাড়ি। এছাড়াও বাচ্চাদেরও শীতের পোশাক। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার। অনুষ্ঠানটিতে সহযোগিতা করে পানিখালি রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। (৬.১.১৮)

আইনি অধিকার - ২৮

৮ রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যালঘুর স্বীকৃতি দাবি

★ ৮ রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দিতে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়। জম্মু ও কাশ্মীর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, পাঞ্জাব, লাক্ষাদ্বীপে হিন্দুদের সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দিতে হবে। মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও পার্সি ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃত। তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে জৈনদের। (২.১১.১৭)

ব্যাথার ওষুধ রাখায় জেল হতে পারে মিশরে

★ ব্যাগে ব্যাথার ওষুধ রাখার দায়ে মিশরে একটি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৫ বছর কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ড হতে পারে। ব্রিটেনের লৌরা প্লামার (৩৩) স্বামীর জন্য ব্যাথার ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিলেন। এয়ারপোর্ট চেকিংয়ে ট্রেমডল ও নেপরক্রন নামের ওষুধ উদ্ধার করা হয়। তার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে জানান। মাদক পাচারের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। লৌরা প্লামায়ের স্বামী মিশরের বাসিন্দা, লৌরা ব্রিটেনেই থাকেন। স্বামীর সঙ্গে দেখা কারর জন্য বছরে ২-৪ বার মিশরে আসেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে ৫৮ পাতার একটি ফাইলে সই করার জন্য দেওয়া হয়। আরবি ভাষায় ওই ফাইলে কী লেখা ছিল তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক আইনজীবী জানান কারাদন্ড না হয়ে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

বুরকিনি পরায় জরিমানা

★ ধর্মভীরু মুসলিম মহিলারা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার জন্য যে বিশেষ পোশাক পরে তাকে বলা হয় বুরকিনি। বুরকিনি পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে জরিমানার মুখে পড়তে হল ফ্রান্সের এক মুসলিম মহিলাকে। নাকি বুরকিনি পরে সুইমিং পুলে নেমে জল নষ্ট করেছেন। এজন্য সেই সুইমিং পুলের জল পুরোপুরি ফেলে দিয়ে তা পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তাতে আবারও জল ভরতে হবে। আর সেটা করতে সময় লাগবে পাক্কা দুই দিন। এর জন্য দক্ষিণ ফ্রান্সের মারসেইলিয় নিবাসী ফাদিলাকে ৪৯০ ইউরো জরিমানা করেছে সেই সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ। ফাদিলা বলেন, সুইমিং পুলে নামার আগে কেউ বাধা দেয়নি। এখানের নিয়মকানুন সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি। তা সত্ত্বেও আমাকে জরিমানা করা হল। (৬.৮.১৭)

ম্যাট্রিমোনিয়াল সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ

★ বিবাহ বিভ্রাট। মেয়ের জন্য অনেক সাধ করে জামাই খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বাবা। পাত্র খুঁজতে মেয়ের বায়োডেটা তৈরি করে দিয়েছিলেন নামী ম্যাট্রিমোনিয়াল সংস্থার হাতে। মেয়ের বায়োডেটার সঙ্গে মিলিয়ে ১০ জন হবু পাত্রের তালিকাও বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল সংস্থাটি। কিন্তু পছন্দ হয়নি পাত্র। তাই ওই ম্যাট্রিমোনিয়াল সংস্থার বিরুদ্ধে ক্রেতা আদালতের দ্বারাস্থ হলেন বাবা। পরিষেবা না পেলে তো সংস্থাটি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শেখ আবদুল আনসারের নেতৃত্বাধীন কলকাতা জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত (ইউনিট-১) অবশ্য বাবার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। (২৪.১২.১৭)

জীবিকা - ৯

চা বিক্রি করে কোটিপতি নারী

★ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে শুধু চা বিক্রি করে কোটিপতি হয়েছেন ব্রুক এডি। ২০০২ সালে ভারতে ঘুরতে এসে ভারতীয় চা খেয়ে রীতিমতো ওই চায়ের প্রেমে পড়ে গেলেন। চার বছর পর দেশে ফিরে কোথাও ভারতীয় চায়ের মতো স্বাদ না পেয়ে হতাশ হন তিনি। তাই উদ্যোগ নিয়ে ২০০৭ সাল থেকে খুলেছিলেন ভারতীয় চায়ের স্টল 'ভক্তি চা'। এখন ২০১৮ সালে এসে তিনি কোটিপতি। ব্রুকের বিশেষত্ব চায়ের ইনফিউশন। ভারতীয় চা'কে মার্কিনী মোড়কে পেশ করেন ব্রুক। ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করে কিছু সময়ের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন তিনি। ভক্তি চা নামে নিজের একটা ওয়েবসাইটও খুলেছেন তিনি। সিঙ্গেল মাদার হিসেবে দুই সন্তানের জননী ব্রুক এর মধ্যেই উঠতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথম পাঁচে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে খেতাবও পেয়েছেন তিনি। (৩০.৩.১৮)

টুকরো খবর

সুখের সামনে

★ মানুষ কোন দেশে কতটা সুখী? বিশ্বের ১৫৫টি দেশ নিয়ে হয়েছিল সমীক্ষা। ২০১৭-র ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সুখী দেশের তালিকায় পাকিস্তান ও নেপালের থেকেও পিছিয়ে ভারত, স্থান ১২২তম। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে দেখা যায়, একমাত্র যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান ছাড়া সার্কের প্রায় সব দেশই সুখের নিরিখে ভারতের থেকে এগিয়ে। (২৮.১.১৯)

এগারো পাতার পর

লঙ্কা চাষ

ঢলে পড়া ঃ টেট্রাসাইক্লিন বা প্লান্টোমাইসিন বা স্টেপ্টোসাইক্লিন ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। ঢলকলমি পাতার নির্যাস স্প্রে করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। ঢলকলমির পাতার নির্যাস না পাওয়া গেলে স্টেপটোসাইসিলিন জাতীয় ঔষুধ ১ লিটার জলে ১ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকা দমন ঃ জাব পোকা - নিমতেলের দ্রবণ প্রতি লিটার জলে ৩ মিলিলিটার দিয়ে স্প্রে করলে ভাল কাজ হবে নতুবা জাব, শ্যামা, সাদা মাছিতে নুভান প্রতি লিটার জলে ১ মিলি.লি. দিয়ে স্প্রে করলে বা তারা-৯০৯ দিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। গাঁদা ফুলের নির্যাস বা পেঁয়াজের দ্রবণ সাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করে। **ল্যাদা পোকা** - নিমতেল দ্রবণে বা টাকুমিন বা ফ্রেম জাতীয় কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করতে হবে। গাঁদা ফুলের নির্যাস ও ডেটল হ্যান্ডওয়াসও কার্যকরী। **ম্যাপ পোকা** - সাইপারমেথ্রিন প্রতি লি. জলে ১ মিলি স্প্রে করতে হবে। **মাকড় বা সাদা মাছি** - ইমিডাক্লোপ্রিড বা ডাইকোফল ১ মিলি লিটার / ১ লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্লানফিক্স বা মিরাকুলান স্প্রে করে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন দুই বাড়ানো যায়। **(সৌজন্যে - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের কৃষি বিভাগ)**

লঙ্কার উৎপাদন

★ ২০১৪ সালে বিশ্বের প্রধান সাতটি দেশের লঙ্কার উৎপাদন নিম্নে দেওয়া হল। চীন ১৬.১ মিলিয়ন টন, যা বিশ্বে উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ, মেক্সিকো ২.৭, তুরস্ক ২.১, ইন্দোনেশিয়া ১.৯, ভারত ১.৫, স্পেন ১.১, ইউএস ০.৯।

AAJKER BASUNDHARA ◆ VOL.-8, NO. 4 ◆ FEBRUARY 2019 ◆ MONTHLY
◆ REGD. RNI NO. WBBEN/2011/41525 ◆ RS. 2.00

রাজ্য সরকারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

পরিচালনায় ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উৎকর্ষ বাংলা (PBSSD) এর অধীনে এতদাঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের এখানে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থানে থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানব সম্পদকে বাঁচাতে ও স্বাবলম্বী করতে সরকারের সাথে যৌথভাবে আমাদের সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে কিভাবে এই বেকরাত্ব দূরীভূত করে সমুদয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়া যায়।

উদ্দেশ্য

● পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর করা। ● তথ্য ও প্রযুক্তিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। ● ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা। ● আন্তর্জাতিক মানের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা। ● সরকারি লোন ও চাকরিতে বিশেষ সহযোগিতা করা। ● কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত স্টাইপেন্ড সরাসরি এ্যাকাউন্টে প্রদান করা। ● কৃষক সমাজকে আরো উন্নত করা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করা।

কোর্স সমূহ

১। কম্পোস্ট সার তৈরি ২। জৈব বা অর্গানিক চাষ ৩। সেলাই প্রশিক্ষণ
৪। ছুতোর প্রশিক্ষণ ৫। ইলেকট্রিকের প্রশিক্ষণ

শর্তাবলী

১। বয়স হতে হবে ১৪ বছর বা তার বেশি।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম বা তার বেশি (কোর্স অনুযায়ী)।

৩। আধার কার্ড ৪। দুই কপি পাসপোর্ট ফটো।

৫। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বই এর জেরক্স ৬। সর্বোচ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যোগাযোগ ঃ- জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩১২

মোবাইল- ৯০৯১২০২৮৩৮ / ৮০১৬৭২৮৯৮৮ / ৮০১৬৩৭৭৪৬৬

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন

ভর্তি চলছে

একটি আদর্শ ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রচ্ছদ - দিব্যেন্দু মণ্ডল, পোষ্ট ও গ্রাম - জ্যোতিষপুর, থানা - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন - ৮৬০৯৯৭১৭৭৩

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS
● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134
● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com ●

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR